নির্লজ্জ

বিলকিস বানো মামলায় অভিযুক্তরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ফের কোর্টের অদ্ভুত আচরণে দু'সপ্তাহের মাথায় এক অভিযুক্ত প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাড়বে তাপমাত্রা

সরস্বতী পুজোয় বাড়বে তাপমাত্রা। তবে রাতের দিকে বজায় থাকবে শীতের আমেজ। কুয়াশায় মুড়বে পথঘাট। রবিবারও দিনভর বজায় থাকবে শীতের আমেজ

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জটিল পরিস্থিতি, হিংসার আগুনে জ্বলছে উত্তরাখণ্ড

দেশে মোট ভোটার ৯৬.৮৮ কোটি, বৃদ্ধি মহিলা ভোটার

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৭০ ● ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২৬ মাঘ ১৪৩০ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 19, Issue - 270 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 10 FEBRUARY, 2024 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ঐতিহাসিক বাজেট ■ পথ দেখাল রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ থেকে মিছিল শুরু তৃণমূলের

প্রতিবেদন : নারী ক্ষমতায়নের আন্তরিক প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে এবারের রাজ্য বাজেটে। কেন্দ্রের বঞ্চনার যোগ্য জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শনিবার মহানগরীর রাজপথে নামছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। শুধু শহরে নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেলায়-জেলায়, ব্লকে-ব্লকে মিছিল করবে মহিলা তৃণমূল। মহানগরীতে মূল মিছিল শুরু হবে গোলপার্কে, বেলা ৩টে নাগাদ। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সেই মিছিল শেষ হবে হাজরা মোড়ে। বৃহস্পতিবার পেশ হয়েছে ঐতিহাসিক রাজ্য বাজেট।

■ সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা, কুণাল ঘোষ।

অনেকেই একে বাংলার ইতিহাসের সেরা বাজেট বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে বাজেট তৈরি করেছেন একবাক্যে তার প্রশংসা করছেন বিশেষজ্ঞমহলও। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার বার্তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে এই মিছিল। শুক্রবার সারাদিন ধরেই চলেছে এই মিছিলের প্রস্তুতি। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দফায় দফায় জরুরি বৈঠকও করেছেন মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। (এরপর ৬ পাতায়)

■ সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ বিভিন্ন দফতরের সচিবরা। শুক্রবার।

ক্যাগের বাংলা-বিরোধী রিপোর্ট খারিজ করলেন মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : এর আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ক্যাগ রিপোর্টের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাংলাকে হেয় করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ বাকি সচিবরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ক্যাগ-এর রিপোর্ট অসংখ্য ভুলে ভরা ও যথেষ্ট অসঙ্গতিও রয়েছে। এককথায়, ক্যাগ-এর রিপোর্টে তোলা অভিযোগ খারিজ করে দিল রাজ্য সরকার। বাংলার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ খরচের শংসাপত্র বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না করার অভিযোগ উঠেছে ওই রিপোর্টে। শুক্রবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, সিএজি রিপোর্টে বহু অসঙ্গতি রয়েছে। রাজ্য সরকার এই রিপোর্ট মানছে না। মুখ্যসচিব বলেন, সিএজি রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দফতরের অধীনে চলা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সমস্ত প্রকল্পের ব্যবহারিক শংসাপত্র নিয়মমতো দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তির টাকাও বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। কোনও প্রকল্পের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বকেয়া নেই। একই সঙ্গে ২০০২-'০৩ সাল থেকে যে সময়সীমার কথা ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়েও মুখ্যসচিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। অন্যদিকে পঞ্চায়েত-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার গত প্রায় দু'বছরে ৩৩৪টি পরিদর্শক দলকে রাজ্যে পাঠিয়েছে। তাঁরা যে-সমস্ত ব্যাখ্যা তলব করেছিলেন তার জবাবও দিল্লিতে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানান।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঋতুরাজ

ঋতু চলে গেছে ঋতুরাজ হয়ে
পড়ে আছে স্মৃতির পাহাড়
ঋতুরাজের ঋতু বসন্তে
ছত্রে ছত্রে বাহার।
ঋতু মানেই সৃষ্টি
ঋতু মানেই চেতনা
গন্ধে বর্ণে ছন্দে স্বপ্নে
নিজেই নিজের প্রেরণা।
চলে গেছে ঋতু, হয়ে গেছে ইতি?
পড়ে আছে শুধু জুঁইফুল স্মৃতি।
যেখানেই থাকো, সেখানেই গড়ো
নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করো।
নতুন পথের তুমি স্বপ্ন মূর্ছনা
রৌদ্র ছাওয়ায় তুমি সুর জোছনা
তুমি শিল্পীর প্রেরণা
তুমিই তোমার তুলনা
আবার এসো গো ফিরে
বাংলার মাটির মাঝারে।

■ রেড রোডে ধরনা মঞ্চ। রয়েছেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতৃত্ব। শুক্রবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রের বঞ্চনার জবাব দেবে বাংলা

আজ ধরনায় দঃ ২৪ পরগনা

প্রতিবেদন : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনা মঞ্চে উঠল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেই কেন্দ্রের বঞ্চনার জবাব দিতে হবে। শুক্রবার রেড রোডে সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনা কর্মসূচি পালন করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা এই ধরনায় শামিল হন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে বাংলার ২১ লক্ষ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা করেছে, তা নিয়ে সরব হয়ে জেলার গরিমা বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন বিধায়ক-মন্ত্রী ও সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। (এরপর ১২ পাতায়)

গন্ডগোলে জড়িতদের রেয়াত নয় : এডিজি

প্রতিবেদন : সন্দেশখালিতে গত কয়েকদিনে অশান্তির ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের কথা স্পষ্ট করে দিলেন এডিজি(আইনশৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা। শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিলেন, গন্ডগোলের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, গত দু'-তিনদিন ধরে সন্দেশখালিতে কিছু ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে ৮ জনকে। যদি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে তা পুলিশকে জানালে, সেটা নিয়ে যথাযথ তদন্ত করবে পুলিশ। গত তিনদিনে যে ঘটনা ঘটেছে তারও সঠিক তদন্ত হবে। এডিজির কথায়, ওখানে এখন পর্যাপ্ত পুলিশ রয়েছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। এদিকে এদিনই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে সন্দেশখালির সাম্প্রতিক অশান্তির নেপথ্যে রাম-বামের যৌথ চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। (এরপর ১২ পাতায়)

রাম-বামের চক্রান্ত ফাঁস সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূল

অভিষেকের অভিযোগ গ্রহণ শীর্ষ আদালতের

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে অভিষেক অভিযোগ জানিয়েছেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আদালতের ভেতরে এবং বাইরে, এমনকী তাঁর অর্ডারেও রাজনৈতিক বিবৃতি দিচ্ছেন। তাঁর লিখিত অর্ডারে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে জড়িয়েও বিবৃতি দিয়েছেন। সেই কারণেই অভিষেকের আর্জি, বিচারপতি সিনহার এজলাসে যেন তাঁর কোনও মামলার শুনানি না হয়। অভিষেকের অভিযোগ এবং আর্জির ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির বেঞ্চে শুক্রবার সুয়োমোটো মামলায় যুক্ত করা হল অভিষেকের মামলা।

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 February, 2024 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৪৭ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম গুজরার (নোয়াপাড়া) প্রাচীন জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। নবীনচন্দ্রের প্রথম কবিতা 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্রকাশিত হয় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়। তখন তিনি এফএ শ্রেণির ছাত্র। তাঁর প্রথম বই 'অবকাশরঞ্জনী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫), রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৮৩) এবং প্রভাস (১৮৯৭)। শেষের কাব্য তিনটি আসলে একটি বিরাট কাব্যের তিনটি স্বতন্ত্র অংশ। তাঁর আত্মকথা আমার জীবন একটি উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ। তিনি 'ভানুমতী' নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

১৯৭৪ পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬-১৯৭৪) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হয়ে উঠতে পারতেন অতুলপ্রসাদ সেনের 'দিনু ঠাকুর' কিংবা ভারতীয় সংগীত মহলের এক পণ্ডিত গাইয়ে। হতে পারতেন ভারতীয় সিনেমার দ্বিতীয় সায়গলও। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে হয়ে উঠলেন অনন্য এক অভিনেতা। প্রমথেশ বড়ুয়া, সায়গল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়দের সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগের এক কুশীলব। সময়টা গত শতাব্দীর তিনের দশক। অভিনয়দক্ষতা, দরাজ মন, গানের গলা, নবাবি মেজাজ সব মিলিয়ে পাহাড়ী ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সন্দীপ রায়ের মনে পড়ে, "ওঁর একটা হুডখোলা ভক্সহল গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে চড়ে উনি কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াতেন। লার্জার দ্যান লাইফ পার্সোনালিটি ছিল।"

১৯৭৯ আয়াতুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে এদিন ইরানে ইসলামি বিপ্লব সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে সেখানে পাহলভি রাজবংশের শাসনের অবসান হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ইরান আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্লবের পর তাদের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

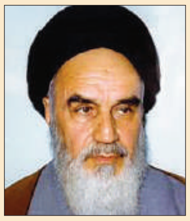

১৯৩০ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) এদিন প্রয়াত হন। গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এর জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উভয়বিধ উৎস থেকে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেন। তিনি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, শিল্পকলা ও পটশিল্প সম্পর্কে গভীর ও প্রামাণিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ঐতিহাসিক চিত্র (১৮৯৯) শিরোনামে সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম, রানী ভবানী, সীতারাম, ফিরিঙ্গি বণিক প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে ইতিহাস বিষয়ক প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুগপৎ তিনি বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান, শিল্পকলা ও পটশিল্প সম্পর্কে তথ্যমূলক নিবন্ধও প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত গৌড়লেখমালায় তিনি কয়েকটি পাল তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাংলা অনুবাদ-সহ সম্পাদনা করেন। এতে করে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়।

২০১৬ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-২০১৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক। শিল্প উৎকর্ষের দিক দিয়ে তিনি প্রথম সারিতে। কিন্তু সবাক যুগ শুরু হওয়ার পরে বাংলা সিনেমার যা চরিত্রলক্ষণ হয়ে উঠল সেই গল্প বলার ক্ষমতা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রখর তৎপরতায় আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি একটি উত্তম কাহিনিকে শ্রুতি ও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করাকেই জীবনের মূল পাথেয় ভাবতেন। তাঁর ষাট ও সত্তর দশকের ছবিতে সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের এক ধরনের আত্মপরিচয় নথিভুক্ত আছে। যে মধ্যবিত্ত দৈন্য ও দুঃখকে জানেন কিন্তু জীবনের অচরিতার্থতা তাঁকে স্পর্শ করে না, যে জীবনকে হঠাৎ ছুটির দুপুরের মতো গান ও হাসিকান্নার মধ্যেও খুঁজে পান, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তার জন্যেই বানিয়ে গিয়েছেন একের পর এক ছবি।

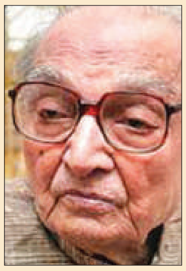

১৮৯৮ বারটল্ট ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) জন্মদিন। এই জার্মান নাট্যকারের অমর নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা', 'লাইফ অফ গ্যালেলিও', 'মিঃ ur পুন্তিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাত্তি' ইত্যাদি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত গ্রুপ থিয়েটার ব্রেখটের বহু নাটকের বঙ্গীয়করণ দেখেছে। যেমন, 'তিন পয়সার পালা', 'পন্তু লাহা', 'পাঁচু ও মাসি' প্রভৃতি।

৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৩.৫৩	৮৪.০৫
ইউরো	৮৯.৮৭	৯১.০৪
পাউন্ড	১০৫.১২	১০৫.৯৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা

■ অনুপম

পার্টির কর্মসূচি

অভিষেকের দূতের পক্ষ থেকে বালির ২৬ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পরীক্ষার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন হাওড়া জেলা (সদর) যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন এলাকার যুব তৃণমূলের একাধিক কর্মী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯২৯

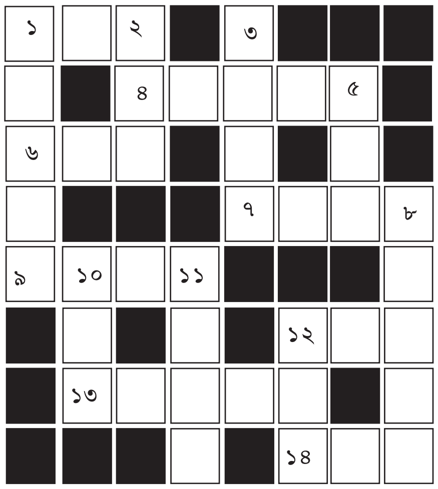

পাশাপাশি : ১. প্রচুর ৪. বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কামান ৬. চোর ৭. জাঁক, আড়ম্বর ৯. আমগাছ ৯. গৃহ, আলয় ১৩. উট ১৪. ননদের স্বামী।

উপর-নিচ : ১. লুকিয়ে বাস করা বা থাকা ২. খাতির, সম্মান ৩. সমান পার্থক্যযুক্ত ৫. প্রবাহ, ঢেউ ৮. উপযুক্ত ১০. পরিপাক, জীর্ণ হওয়া ১১. রোজার মাস ১২. পূজা, আরাধনা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২৮ : পাশাপাশি : ২. কানন ৪. সমাজ ৬. ধারা ৭. বন্ধনহীন ৮. ইতর ১০. আগাম ১২. অপক্ষপাত ১৩. হক ১৪. রগড় ১৬. পশ্চাৎ। **উপর-নিচ :** ১. ক্ষমা ২. কামানদাগা ৩. নয়ন ৪. সরাই ৫. জবর ৯. তৎক্ষণাৎ ১০. আতর ১১. মহড়া ১২. অনুপ ১৫. গপ্পো।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

10 February, 2024 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
শনিবার

পানিহাটির পঞ্চাননতলায় ব্যবসায়ী অমিত কুণ্ডুর ওপর হামলা। ঘটনায় অভিযুক্ত স্থানীয় বিজেপি নেতা বিশাল দাস। ঘোলা থানায় তার নামে অভিযোগ দায়ের। তদন্তে নেমেছে পুলিশ

বঞ্চিতদের পাওনা মেটাতে ৩০০র বেশি শিবির জেলায়

নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরও ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া ২১ লক্ষ ভুক্তভোগীর পাওনা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। ধরনা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরই এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৎপরতা। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে তিনশোরও বেশি শিবির খোলা হচ্ছে। যেখানে বঞ্চিত জবকার্ড হোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে নাম নথিভুক্ত করাতে পারবেন। সকলের সুবিধার জন্য ক্যাম্পগুলি অঞ্চলভিত্তিক করা হবে। আগামী ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি এই শিবির চলবে। এরপর নথি যাচাই করা হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন তা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাঁদের টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ফিরল শীত ৮ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ

প্রতিবেদন : যাওয়ার আগে শীতের কামড়! ফের আট জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। তালিকায় রয়েছে দক্ষিণের ৬টি জেলা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বেশ কিছু অংশে শৈত্যপ্রবাহ চলবে। একই সঙ্গে উত্তরের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু অংশে চলছে শীতের দাপট। পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা ৮ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, শনিবার আরও বাড়বে শীতের কামড়। পুরুলিয়াতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.১ ডিগ্রি। বাঁকুড়ায় ছিল ১০ ডিগ্রি। বীরভূমের শ্রীনিকেতনে ছিল ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এই শীত দীর্ঘস্থায়ী হবে না, এমনই সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস।

শুক্রবারের পর শনিবারও চলবে এই পরিস্থিতি।

এদিন কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি এবং জেলায় ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি নেমেছে পারদ। কলকাতায় ফের কমল রাতের তাপমাত্রা। শনিবার পর্যন্ত বজায় থাকবে এই শীতের আমেজ। স্বাভাবিকের থেকে আপাতত ২ ডিগ্রি নিচে পারদ। সকালে কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবার থেকে ফের আবহাওয়া পরিবর্তন। বাড়বে তাপমাত্রা। বুধবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সোমবার থেকেই ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রা। ওইদিন ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে পারদ। এমনই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের।

উচ্চমাধ্যমিক সংসদের অনলাইন পোর্টাল চালু

মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই নিয়োগ

প্রতিবেদন : আদালতের জটিলতা কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই শুরু হবে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ। শুক্রবার এমনই সদর্থক ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ইতিমধ্যেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করেছে শিক্ষা দফতর। আদালতের নির্দেশে ৯৫৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে উচ্চপ্রাথমিকে সমস্ত প্রক্রিয়া মিটে গেলেও কিছু আইনি জটে আটকে রয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এরমধ্যেই বদল হয়েছে বেঞ্চ। তবে জট কাটিয়ে খুব শীঘ্রই হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু বলেন, সব জট কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতিতে আমরা প্রাথমিকে নিয়োগ শুরু করতে পেরেছি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আমি রিপোর্ট পেয়েছি আদালতে জট খোলার মুখে। আমি আশাবাদী খুব শীঘ্রই নিয়োগ দিতে পারব। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষের মুখে শীঘ্রই শুরু হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

অপরদিকে, স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে নম্বর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন পোর্টাল চালু করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পুরনো পদ্ধতিতে শিক্ষকদের খাতা দেখার পর সেই নম্বর সংসদের কাছে পৌঁছতে বেশ কিছু ভুলত্রুটি হয়েই যেত কারণ সম্পূর্ণটাই ম্যানুয়ালি করতে হত। সেই ভুল এড়াতে এবং কাজে আরও গতি আনতে শুরু হল এই পোর্টাল। নতুন পদ্ধতিতে, পরীক্ষকরা বাড়িতে বসেই অনলাইনে নম্বর জমা দিতে পারবেন। এজন্য তাঁদের সংসদের ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর পর্যন্ত সেখানে বসানো থাকবে। শুধু সেখানে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে প্রধান পরীক্ষককে। কোনও ভুল তথ্য দিলে তা এডিট করার সুযোগ থাকবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রযুক্তির প্রসারে শিক্ষাকে হাতিয়ার করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এর ফলে গোপনীয়তা বজায় থাকবে, স্বচ্ছতা থাকবে। এটা একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন অন্য রাজ্য এই ব্যবস্থাকে অনুসরণ করবে।

অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক।

নিখোঁজ ছাত্র

■ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নিখোঁজ। দুশ্চিন্তায় গোটা পরিবার। হাবড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডহরথুবা এলাকার ঘটনা। নাম শান্তনু দাস (১২)। পড়তে না যাওয়ায় মা ফোনে বকাবকি করেছিলেন, সোমবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি।

দুর্ঘটনায় আহত শিশু-সহ ১২

প্রতিবেদন : যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ট্রাকের। আহত কমপক্ষে ১২ জন বাসযাত্রী। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ মোড় এলাকায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস হুগলির আরামবাগের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ মোড় এলাকায় হঠাৎ উল্টোদিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। বাসের জনা বারো যাত্রী আহত হন। গুরুতর আহত এক শিশু-সহ পাঁচ-ছ'জন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তড়িঘড়ি কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জনবহুল এলাকা, সামনেই মহাবিদ্যালয়, বাজার ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন থাকা সত্ত্বেও ওই এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার বা ট্রাফিক কর্মী নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

রামকৃষ্ণপুর ঘাটে স্বামীজির স্মৃতিতে স্মারক তোরণ

মন্ত্রী অরূপ রায়ের উদ্যোগে

সংবাদদাতা, হাওড়া : তিনটি নৌকাতে গুরু ভাইদের সঙ্গে নিয়ে ১২৫ বছর আগে মাঘী পূর্ণিমার দিন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এসে নেমেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই মুহূর্তকে স্মরণে রেখে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে তৈরি করা হচ্ছে স্মারক তোরণ। বৃহস্পতিবার সকালে মাঘী পূর্ণিমার দিন রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ওই স্মারক তোরণ তৈরির সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা প্রধান উদ্যোক্তা অরূপ রায়, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই, পল্টু বণিক-সহ আরও অনেকে। মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, ৩ মাসের মধ্যে এই স্মারক দ্বার তৈরির কাজ শেষ হবে।

স্বামীজি ১২৫ বছর আগে এই রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা করে এসে নেমেছিলেন। তারপর ওই পথ দিয়েই হেঁটে রামকৃষ্ণপুরে তাঁর শিষ্য নবকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে গিয়েছিলেন। স্বামীজি যে পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন সেই পথ দিয়েই আমরা হাঁটতে পারছি এটা আমাদের গর্বের বিষয়। সেই পুণ্যক্ষণের স্মরণে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে স্মারক দ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। করুণা ফাউন্ডেশন ও রামকৃষ্ণ স্বামীজি স্মৃতি সংঘের সহযোগিতায় ওই স্মারক দ্বারটি তৈরি করা হচ্ছে। এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হবে। তারাই ওই তোরণের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

স্মারক তোরণ তৈরির সূচনায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ, মন্ত্রী অরূপ রায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

খারিজ জামিনের আবেদন

প্রতিবেদন : জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল সাউথ পয়েন্ট স্কুলের বোর্ড সদস্য কৃষ্ণ দামানির। শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তিনি স্কুলের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য একটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের টাকা স্থানান্তর করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। এফআইআর দায়ের করেছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪০৮, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৭৭এ এবং ১২০বি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্দাফাঁস

মিথ্যাচারের নতুন সংবিধান তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাধীন সংস্থাগুলিকে ইতিমধ্যেই তারা বিজেপির ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। সিবিআই-ইডি-এনআইএর নাম শুনলে এখন ঘোড়াতেও হাসে। এই তালিকায় নতুন সংযোজন নিঃসন্দেহে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ। বাংলাকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তারা এবার মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল। দিল্লিতে ঘটা করে সাংবাদিকদের ডেকে ক্যাগ কর্তারা বলেছিলেন, বাংলা বরাদ্দ খরচের হিসাব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি। তাই বরাদ্দ আটকে দেওয়া হয়েছে। এটা যে কতবড় মিথ্যাচার, তা প্রমাণ করে দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা। তাঁর স্পষ্ট কথা, ক্যাগের রিপোর্ট অসঙ্গতিতে ভরা। তাছাড়া ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ ভুল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব সেই তথ্য তুলে ধরে দেখানও। তাঁর প্রশ্ন, যদি সার্টিফিকেট নাই দেওয়া হত, তাহলে পরবর্তী বরাদ্দ এসেছে কীভাবে? প্রকাশ্যে পর্দাফাঁস। আসলে যেনতেন প্রকারেণ বাংলাকে বঞ্চিত করাই বিজেপির উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট ভাষায় এই অভিযোগ করেছিলেন। এবার মুখ্যসচিব তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপির নোংরা মিথ্যাচার ধরা পড়ে গিয়েছে। হিম্মত থাকলে তারা জবাব দিক। লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসবে ততই মিথ্যাচারের রাজনীতি বাড়তে থাকবে। বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার কেন্দ্রের এই চক্রান্ত জানে। আর জানে বলেই প্রস্তুতও রয়েছে তার জবাব দিতে। রাজ্যের মানুষ বুঝে গিয়েছেন আসলে এটাই প্রতিহিংসার রাজনীতি। কীভাবে তার জবাব দিতে হয় তার পথও জানা আছে।

রাজ্য বাজেটে জনকল্যাণের মমতা-পরশ

আগের দিন হাওড়ার প্রশাসনিক সভায় রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আগামী দিনে কী করব শুনলে চমকে যাবেন।' আর বৃহস্পতিবার বিকালে বিধানসভায় সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা বললেন, 'বলেছিলাম না চমকে যাবেন!' জ্বরে খানিক দুর্বল, বারবার কাশির দমক আসছে। কিন্তু তারপরেও মমতার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে তখন আত্মবিশ্বাসের ঝলক স্পষ্ট। মানতেই হবে, বৃহস্পতিবারের বাজেট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খানিকটা 'এলেন, দেখলেন জয় করলেন'র মতো। প্রথম মাস্টারস্ট্রোক যদি ফের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হয় তবে দ্বিতীয়টা অবশ্যই সরকারি একাধিক প্রকল্পের ভাতা বৃদ্ধি। গত বছর ডিসেম্বর আচমকাই ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করে চমকে দিয়েছিলেন মমতা। গত বছর বাজেটে ডিএ নিয়ে ঘোষণা ছিল। এ বছর অনেকেই কিন্তু সে-আশা দেখেননি। কারণ, এ মাসেই বর্ধিত হারে ডিএ-সহ মাইনে ঢুকেছে। কিন্তু টিভির পর্দায় ফের ডিএ বৃদ্ধির খবর শুনে অনেকেই আপ্লুত, চমকিত তো বটেই। অনেকেই বলছেন, ভোট সামনে বলেই এরকম একটি বাজেট করা হয়েছে। কিন্তু, এ কথা অনেকেই মানতে বাধ্য হচ্ছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী, তরুণের স্বপ্ন, সিভিক থেকে গ্রিন পুলিশ, অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি— এই বাজেটে এমন কোনও সেক্টর নেই, এমন কোনও বয়সের মানুষ নেই যে কোনও না কোনওভাবে এদিনের এই বাজেট থেকে লাভবান হবেন না। আসল কথাটা হল, 'লক্ষ্মীবারে-লক্ষ্মীলাভ'। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বৃদ্ধি হয়ে বছরে ১২ হাজার হতেই অনেক তরুণীও খোঁজ নিতে শুরু করেছেন কীভাবে এই টাকা পাওয়া যায়। মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে গ্রামোন্নয়ন এবং নারী কল্যাণ— সব কিছুই যে মমতা-সরকারের নজরে আছে তা বাজেট ঘোষণার সময় পরতে পরতে স্পষ্ট। বাজেট থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিনের শেষে চেনা মেজাজেই জননেত্রী বলেছেন, 'আমরা যা করি, তা দেশে কেউ করতে পারে না। বিশ্বসেরা করে যেতে চাই।' এদিন বাজেট শেষে তাই অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, 'জনমুখী বাজেটের ইতিহাস রচনা করলেন জননেত্রী। কী নেই!'

— দিশারী ঠাকুর, হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

মা-বোনেদের হাত শক্ত করার বাজেট

মিথ্যে কথা বলতে বলতে এমন অবস্থা হয়েছে গদ্দার-কুলের লোডশেডিং অধিকারী ও তাঁর দলবলের যে আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়েও তাঁরা দেখছেন অন্ধকার, বুঝে উঠতে পারছেন না বাস্তবতা। এ-বারের রাজ্য বাজেটের পর এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

একটা ছবি দেখিয়ে শুরু করা যাক। আমাদের এই রাজ্যের নয়। সমগ্র দেশের।

সাধারণত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঙ্কটজনক অবস্থা অথবা সমস্যার সমাধান হয়। আমাদের দেখা যাচ্ছে উল্টো। ২০০৫ সালে ভারতের ১৭ শতাংশ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং সাব-সেন্টার চলত ডাক্তার ছাড়াই। এই অবস্থার তো উন্নতি হওয়া উচিত! তা তো হল না! ২০২১-'২২ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে এখন ডাক্তারহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২২ শতাংশ। ২০০৫ সালে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার স্পেশালিস্ট ডাক্তারহীন ছিল। এখন কত? ৬৮ শতাংশ! ডবল ইঞ্জিন সরকার নাকি এগিয়ে নিয়ে চলে । তাই বুঝি মধ্যপ্রদেশের ৯৫ শতাংশ কমিউনিটি সাব সেন্টার চলে স্পেশালিস্ট চিকিৎসক ছাড়া!

ভারত সরকার দাবি করে কাশ্মীরের সোলার প্যানেল বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করেছে। গ্রামে গ্রামে সোলার প্যানেল আছে। কিন্তু সমস্যা হল বছরে অন্তত ৬ মাস মেঘলা, তুষারপাত। তখন সোলার প্যানেল দিয়ে কী হবে? সূর্যই তো নেই! অতএব হারিকেন ভরসা। তবে নিয়ম হল ইনভার্টার কেনা। সেটা চার্জ করার জন্য জেনারেটর। ভারতের ১০০ শতাংশ বাড়িতেই নাকি বিদ্যুৎ যাচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যে। আবার বলা হচ্ছে, সেই বিদ্যুতের বিল হবে জিরো। এই স্লোগানের অস্ত্রের নাম সোলার বিদ্যুৎ। কিন্তু সেই বিদ্যুতের এই হাল যখন, তখন কাশ্মীরের এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ কী করে? বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই প্রবল শীত আর বিদ্যুৎহীন ঘর ছেড়ে দিয়ে ৬ মাসের জন্য মাইগ্রেশন হয় গ্রামের পর গ্রামের।

এসব নাকি বিকশিত ভারতের নমুনা!

অন্য দিকে এই রাজ্যের দিকে তাকান। বাজেট পেশের পর গদ্দার অধিকারী ও তাঁর দলবল বিধানসভার ভেতরে বসে অভব্যতার চূড়ান্ত নমুনা দেখাল গত বৃহস্পতিবার। আর সেই বাজেট আমাদের, আপামর রাজ্যবাসীকে কী দিল, দেখে নিন। চমকে যাওয়ার মতো বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে দ্বিগুণ অনুদান, জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য ৫০ দিনের কাজ, আলুচাষিদের শস্যবিমার প্রিমিয়াম 'মকুব', স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড়, পাঁচ লক্ষ সরকারি নিয়োগ, সব মিলিয়ে আগামী ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ হয়েছে তার থেকে একটা কথাই স্পষ্ট। চরম কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, হাজারো আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিছিয়ে আসেননি। বরং মূল্যবৃদ্ধির এই আবর্তে সাধারণের হাতে নগদের জোগান বাড়ানোর যে ফর্মুলা দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা, তাও মান্যতা পেয়েছে মা-মাটি-মানুষ সরকারের এই বাজেটে।

সামাজিক সুরক্ষা চিরকালই মা-মাটি-মানুষের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে। এবারের বাজেটেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বাজেটে সবথেকে জোর দেওয়া হয়েছে নারী ক্ষমতায়নে, মা-বোনেদের হাত মজবুত করার বিষয়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অনুদান ৫০০ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১,০০০ টাকা। তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলা এখনই এই খাতে হাজার টাকা পান। তা বেড়ে হবে ১,২০০ টাকা। এর জন্য বাড়তি ১২ হাজার কোটি টাকার দায়ভার চাপছে সরকারের কাঁধে। পাশাপাশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দু'বছর ধরে বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে জবকার্ড হোল্ডারদের মজুরি বাবদ ৩,৭০০ কোটি টাকা চলতি মাসেই মিটিয়ে দেবে রাজ্য। পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টির 'কর্মশ্রী' চালুর কথাও ঘোষণা হয়েছে বাজেটে। এছাড়া রয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে উৎসাহ দিতে উদ্যোগপতিদের জন্য কোনওরকম 'জামানত' ছাড়া ১০০ শতাংশ ঋণ, মৎস্যজীবীদের জন্য নয়া প্রকল্প 'সমুদ্রসাথী', সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিসের ১০০০ টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধি, সরকারি দপ্তরের পাঁচ লক্ষ পদে চাকরির মতো আর্থ-সামাজিক স্তরে প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপও। অনলাইনে পড়াশোনার জন্য এবার একাদশ শ্রেণি থেকে পড়ুয়াদের ট্যাবলেট/স্মার্টফোন দেওয়ার ঘোষণা করে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে নিজেদের ফারাক বুঝিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ১১৬ কোটি টাকার যে বাজেট এদিন পেশ করা হয়েছে, তাতে আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ মাত্র সাত কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার সবথেকে বড় শিকার গ্রামীণ অর্থনীতি। এই বাজেটের ফোকাসও তাই গ্রাম-বাংলার অর্থনীতি। আবাস যোজনায় বঞ্চিত উপভোক্তাদের কথা উঠে এসেছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেট বক্তৃতায়। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আর একমাস অপেক্ষা করবে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে কেন্দ্র টাকা না মেটালে, ১১ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্যের কোষাগার থেকেই অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

এখানেই শেষ নয়। নতুন বছরের শুরু থেকেই ৪ শতাংশ অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) পাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। একমাস যেতে না যেতে আবার নতুন কিস্তির ঘোষণা। মিলবে আরও ৪ শতাংশ ডিএ। রাজ্য সরকারি কর্মীরা শুধু নন, এতে উপকৃত হবেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী, পুরসভা-পঞ্চায়েতের কর্মী এবং পেনশন প্রাপকরা। রাজ্য বাজেটে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরে চুক্তিতে নিযুক্ত গ্রুপ ডি ও সি কর্মচারীদের মাসমাইনে বাড়ছে যথাক্রমে ৩,০০০ এবং ৩,৫০০ টাকা। একইভাবে চুক্তিতে নিযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীরাও পদ অনুযায়ী বর্ধিত বেতন পাবেন। ডি এ নিয়ে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার শোনা যায়। তাই, বিষয়টির বিস্তৃততর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জানুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী, মে মাসে তা বেড়ে হবে ১৪ শতাংশ।

শুধু মহার্ঘ ভাতা নয়, চুক্তিতে নিযুক্ত গ্রুপ ডি এবং সি কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন যথাক্রমে ১২,০০০ ও ১২,৫০০ টাকা। তা যথাক্রমে ৩,০০০ এবং ৩,৫০০ টাকা বাড়বে বলে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। ৫০ হাজার কর্মীকে এই সুবিধা দিতে আগামী আর্থিক বছরে সরকারের খরচ বাড়বে ২৮৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন শ্রেণির চুক্তিতে নিযুক্ত ১২ হাজার তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর বেতনও পদ অনুযায়ী বাড়ছে। আগামী আর্থিক বছরে সেই খাতে ১৩২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করবে রাজ্য সরকার।

সব মিলিয়ে এই বাজেট গরিব ও মধ্যবিত্তের বাজেট। এই বাজেট মা-বোনদের হাত শক্ত করার বাজেট। নারী-বিদ্বেষী, বাংলা-বিরোধী গদ্দার অধিকারীরা বরং দাদ-চুলকানির মলম লাগিয়ে নিন। আরাম পাবেন!

সামনেই সরস্বতী পুজো। কুমোরটুলিতে সেজে উঠছে প্রতিমা

শুক্রবার রেড রোডে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধরনায় বক্তব্য রাখছেন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান বিধায়ক নমিতা সাহা। ডানদিকে বক্তব্যরত ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। ধরনা মঞ্চে বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, লাভলি মৈত্র। বক্তব্য রাখছেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক অশোক দেব, বিশ্বনাথ দাস।

ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই এগোবে বিজ্ঞান

প্রতিবেদন : ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুব বিজ্ঞান মেলা থেকে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই বিজ্ঞান মেলার শেষ দিন ছিল শুক্রবার। এদিনই পুরস্কার দেওয়া হয় কৃতী প্রতিযোগীদের। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ উপস্থিত ছিলেন সাইন্টিস্ট ও প্রফেসর ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ও প্রফেসর ড. প্রতীক মজুমদার, ড. মৈত্রী ভট্টাচার্য সহ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন অরূপ বিশ্বাস বলেন, ব্যর্থতা ছাড়া বিজ্ঞানী হয় না। এই ক্ষেত্রে খুব দ্রুত সাফল্য পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান অনেকটা ভগবানের দর্শনের মতো। অনেক দিন থেকে লেগে থেকে সাফল্য আসে। যাঁরা পুরস্কার পেলেন না তাঁদের লড়াইটা আগামী বছরের জন্য জারি থাক। নিজের ব্যর্থ রাজনীতিবিদ থেকে সফল মন্ত্রী হওয়ার কাহিনি এদিন তুলে ধরে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত বলেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কেউ সফল হতে পারবেন। যদি এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন থাকে তাহলে তাঁরা এগিয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় ছাত্র-যুবদের পাশে আছেন। তিনি সবধরনের পরিকল্পনা পরিকাঠামো নিয়ে হাজির হবেন। আমি ব্যক্তি ইন্দ্রনীল হিসেবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, সব সময় সব দরকারে আমাকে পাশে পাবেন।

জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। সেখানে ১৫৪৬টি মডেল উপস্থাপন করা হয়েছিল সেখান থেকে যেগুলি প্রথম হয়েছে সেরকম ৭২টি মডেল এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এ মেলায় প্রতিটি জেলা থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক স্তর থেকে ২৩টি বৈজ্ঞানিক মডেলের উপর প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল তুলে ধরেন পড়ুয়ারা।

■ অপবিজ্ঞান রুখতে ভরসা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বিষয়টি মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার থেকে সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র যুব বিজ্ঞান মেলা। শুক্রবার মেলার দ্বিতীয় দিনে ২০২৩-২৪-এর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মীদের পেনশনে আমূল পরিবর্তন

প্রতিবেদন : বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীদের পারিবারিক পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনল রাজ্য প্রশাসন। অবিবাহিতা, বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না কন্যা থাকলে ২৫ বছর বয়সের পরেও অর্থাৎ আমৃত্যু পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী থাকবেন। সম্প্রতি এই মর্মে নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে অর্থ দফতর। এই নির্দেশিকায় এ ধরনের পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে একটি নতুন শর্তও আরোপ করা হয়েছে। শর্তটি হল অবিবাহিতা, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছিন্না কন্যা যদি পুনরায় বিবাহ করেন, তবে তিনি পারিবারিক পেনশন আর পাবেন না।

এতদিন ২৫ বছর বয়স পর্যন্তই তাঁরা এই সুযোগ পেতেন। এবার এই বয়সসীমা তুলে দেওয়া হল। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাচ্ছে। সরকার পোষিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। সরকারি কলেজগুলিতে এই নিয়ম আগে আগে থেকেই ছিল।

বরানগরে মেধাবী ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : উত্তর শহরতলির বরানগরের পি কে সাহা লেনে উদ্ধার এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম সৌম্যদীপ পাল (২২)। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের এই ছাত্র অত্যন্ত চাপা স্বভাবের ছিলেন। বেকারি থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা- নানা কারণে অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিভার কদর নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে রিলসের রমরমা। এই সব কারণে পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছিল না তাঁর। সেমিস্টারে নম্বর কমছিল। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানের এই রহস্যমৃত্যুর কারণ বুঝতে পারছেন না প্রতিবেশীরাও।

বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চিঠি লিখে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। প্রাথমিক ভাবে এমনই মনে করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর পিছনে আরও কোনও কারণ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরে এসে ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠায়। শুক্রবার তাঁর দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। মেধাবী ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকাতেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আমডাঙায় মাদ্রাসায় আগুন, পুড়ল পরীক্ষার খাতা

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : শনিবার মাদ্রাসা পর্ষদের আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষা। তার আগে শুক্রবার অগ্নিকাণ্ড আমডাঙা ব্লকের কেএসএইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার দোতলায় বন্ধ অফিস ঘরেই আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে দমকল এবং মাদ্রাসা সূত্রে। দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গিয়েছে অঙ্ক পরীক্ষার খাতা, কম্পিউটার, প্রিন্টার, সহ কাঠের আসবাবপত্র। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদারকি করেন রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সদস্য এ কে এম ফারহাদ। তাঁর প্রচেষ্টায় অবশ্য শুক্রবার বিকেলেই আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষার খাতা আনা হয় মাদ্রাসায়। ফলে শনিবারের পরীক্ষা হতে কোনও সমস্যা হবে না বলেই জানান তিনি।

শুক্রবার ওই মাদ্রাসায় কোনও পরীক্ষা ছিল না। তবে, উৎকর্ষ বাংলার একটি প্রশিক্ষণ চলছিল আমডাঙার কেএসএইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়। এদিন আনুমানিক ১১ টায় দোতলার একটি অফিস ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্যরা। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পাশের ওই ঘরেই রাখা ছিল শনিবারের আলিম এবং হাইমাদ্রাসার পরীক্ষার খাতা-সহ অন্যান্য সামগ্রী। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই চলে আসেন আমডাঙা থানার পুলিশ এবং মাদ্রাসা পর্ষদের সদস্য এ কে এম ফারহাদ। দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এদিন পরীক্ষা না থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলেই স্বস্তিতে সবাই। এই নিয়ে এ কে এম ফারহাদ বলেন, দমকলের কর্মীরা তৎপরতা সঙ্গে আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। আলিম এবং হাইমাদ্রাসার পরীক্ষার সব খাতা পুড়ে গিয়েছে। এদিন বিকেলেই অবশ্য রাজ্য মাদ্রাসা পর্ষদের অফিস থেকে অঙ্ক পরীক্ষার খাতা আনা হয়েছে। ফলে পরীক্ষা হতে কোনও সমস্যা হবে না।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : ঘর থেকে উদ্ধার হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ। সঙ্গে মিলল সুইসাইড নোট। শুক্রবার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনা গোবরাপাড়ার ঘটনা। মৃতের নাম নাসিমা খাতুন (১৭)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ভাল হয়নি নাসিমার। সেই অবসাদে ভুগছিল সে। তবে নাসিমার মৃত্যু আত্মহত্যা কি না তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রাজ্য
10 February, 2024 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ দুই ছাত্রী। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। কিছুটা সুস্থ হলে তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। সাঁকরাইলের দুটি স্কুলের ঘটনা

গরম পড়ার আগেই তৎপরতা কলকাতা পুরসভার

পানীয় জল উৎপাদনে বাড়তি নজর

প্রতিবেদন : গরমকালের আগেই শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা মসৃণ করতে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার পুরভবনে মেয়র পারিষদের বৈঠকে উঠল গড়িয়ায় নয়া জলপ্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা। ইতিমধ্যেই শহরে পানীয় জলের সরবরাহ বাড়াতে ধাপা ও গড়িয়ায় দুটি নয়া পরিশুদ্ধ জল উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এবার গড়িয়ায় জলপ্রকল্প ও পাঁচটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন-সহ শহরের একাধিক এলাকায় জলের সরবরাহে পাইপলাইন পাতার প্রস্তাব উঠল মেয়র পারিষদের বৈঠকে। গত কয়েক বছরে শহরে প্রায় ৩০টিরও বেশি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। যদিও এখনও কলকাতার কয়েকটি অঞ্চল থেকে পানীয় জলের ঘাটতির অভিযোগ পেয়ে টক টু মেয়রে ফোন পেয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিনের বৈঠকে জল সরবরাহ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। এত বুস্টার পাম্পিং স্টেশন করার পরও পানীয় জলের ঘাটতি থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বৈঠকে মহানাগরিক বলেন, গরম পড়ার আগেই জলের এই ঘাটতি মেটাতে হবে। তাই জলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এলাকা ধরে ধরে দ্রুত সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শহরে একের পর এক বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে পাম্পের সাহায্যে জলের প্রেসার বাড়িয়ে সরবরাহ ভাল করার চেষ্টা চলছে। তবে পর্যাপ্ত জলও প্রয়োজন। তাই এবার বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎপাদন বাড়াতে চায় পুরসভা। ইতিমধ্যেই উল্টোডাঙা, মুচিবাজার, মানিকতলা এলাকায় জলের সরবরাহ বাড়াতে ধাপায় এবং কসবা, যাদবপুর, রানিকুঠি এলাকায় জলের সরবরাহ বাড়াতে গড়িয়ার বিশুদ্ধ জল উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলি কাজ শুরু করলে কলকাতায় জলের সরবরাহ আরও মসৃণ হবে।

পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে রেকর্ড

প্রতিবেদন : গ্রাম বাংলায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়ল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। এখনও পর্যন্ত মোট ৭৫ লক্ষ ১১ হাজার ৩৩টি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ দিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০২০ সালে এই কাজে নেমেছিল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। প্রকল্প বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে নদিয়া। মোট ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৯৭টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় এই সংখ্যাটা ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯১৩। দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক জানালেন, লক্ষ্যমাত্রায় দ্রুত পৌঁছতে কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

রূপনারায়ণে নৌকাডুবি এক মহিলার দেহ উদ্ধার, ধৃত মাঝি

সংবাদদাতা, হাওড়া : রূপনারায়ণে নৌকাডুবির ঘটনায় তলিয়ে যাওয়া এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল। এখনও ৪ জন নিখোঁজ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সুনন্দা ঘোষ(৫৯)। বাড়ি লিলুয়ার বেলগাছিয়ার লিচুবাগান এলাকায়। এদিকে এই ঘটনায় নৌকার মাঝিকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত মাঝির নাম রবীন পাত্র। বাড়ি বাগনানের পশ্চিম মানকুরে। বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয় মাঝিকে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪, ২৮০, ৩৩৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দুধকুমরার ত্রিবেণী পার্ক থেকে হাওড়ার বাকসিঘাটের দিকে ফেরার সময় মাঝ রূপনারায়ণে নৌকাডুবি ঘটে। তলিয়ে যান নৌকায় থাকা ১৮ জনই। ঘাটে থাকা লোকজনদের এবং অন্যান্য মাঝিদের তৎপরতায় ১৩ জনকে উদ্ধার করা গেলেও ৫ জনের কোনও খোঁজ মেলেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও ডুবুরিরা রূপনারায়ণে নেমে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এদিন সকালে তাঁদের মধ্যে একজনের দেহ বাকসিঘাট থেকে

নিখোঁজদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

কিছুটা দূরে উদ্ধার হয়। শুক্রবারও দিনভর তল্লাশি চালিয়ে বাকিদের কোনও খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজরা হলেন অচ্যুত সাহা (৫৯), অমর ঘোষ (৬০), ঋষভ পাল (৭) ও প্রীতম মান্না (১৭)। এঁদের মধ্যে প্রীতম বাগনানের মানকুরের বাসিন্দা। বাকি ৩ জনের লিলুয়ার বেলগাছিয়া ও চামরাইলে বাড়ি। এই ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজদের পরিবারের লোকেরা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বাকসিঘাটে রূপনারায়ণের পাড়ে অপেক্ষা করছেন। লিলুয়া থেকে দুধকুমরার ত্রিবেণী পার্কে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন লিলুয়ার ১৮ জনের একটি দল। ফেরার সময় রূপনারায়ণে নৌকা উল্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রয়েছেন বিধায়ক সুকান্ত পাল সহ আরও অনেকে।

সপ্তাহান্তে বাতিল একগুচ্ছ লোকাল

প্রতিবেদন : রবিবার হওড়া থেকে বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পাশাপাশি শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে যে শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল ছাড়ে সেটি ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে বিধাননগরে দাঁড়াবে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে জারি করে এমনটাই জানাল পূর্ব রেল। ফের ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন নিত্যযাত্রীরা। ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৪৫, ৩৭৭৪৭, ৩৭৭৪৯ বাতিল করা হয়েছে। হাওড়া থেকে ৩৭৯১১, ৩৭৯১৩, ৩৭৯১৫, ৩৭৯১৭, ৩৭২৩৫, শিয়ালদহ থেকে ৩১১১, কাটোয়া থেকে ৩৭৯১৪, ৩৭৯১৭, ৩৭৯১৮, ৩৭৯২০, ৩৭৯২২, ৩৭৭৪৪, ৩৭৭৪৬, ৩১১১২, ০৩০৬১ আজিমগঞ্জ থেকে ০৩০৬২ ট্রেনগুলো বাতিল করা হয়েছে। এদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। ব্যান্ডেল-বর্ধমান-রামপুরহাট-গুমানি-নিউ ফরাক্কা হয়ে বর্ধমান, বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি থেকে ট্রেনটিকে ডাইভার্ট করা হবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। ডাইভার্ট করা হবে ১৩৪৬৬ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকেও।

অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রেস কর্নার ব্যবহার নয় বিধানসভায়

প্রতিবেদন : বিধানসভার প্রেস কর্নার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চালু হল কিছু বিধি-নিষেধ। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার জানিয়েছেন, অধিবেশন চলার সময় তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রেস কর্নার ব্যবহার করা যাবে না। অনুমতি দেওয়া হলেও তা ৪৫ মিনিটের বেশি ব্যবহার করা চলবে না। বৃহস্পতিবার বাজেট শেষে কুৎসিত চক্রান্তে বিধানসভার প্রেস কর্নারে লাইভ সম্প্রচারের আউটপুট কেটে দেওয়া হয়, যাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করতে না পারেন। সেই সময় গদ্দারের নেতৃত্বে প্রেস কর্নারে জোর করে বিজেপি বিধায়করা প্রেস মিট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় সরাসরি লালবাজারে এফআইআর করা হয়। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার। সেই মোতাবেক পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে লাইফ সম্প্রচার বন্ধের চক্রান্ত কে বা কারা ঘটাল তা তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করে একটি চিঠি দিয়েছেন। শুক্রবার অধ্যক্ষ এ নিয়ে কথা বলেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও।

১২ দিনের পুলিশ হেফাজত

■ আরাবুলের গ্রেফতারেই প্রমাণিত হল প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ। কোনও রাজনৈতিক রং দেখছে না প্রশাসন। আরাবুল ইসলামের গ্রেফতারের বিষয়ে শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন বারুইপুর আদালতে ধৃত আরাবুলকে পেশ করে পুলিশ। তাঁকে ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২১ ফেব্রুয়ারি আরাবুলকে আবার আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরামবাগ থেকে বর্জ্য সরাবে কলকাতা পুরসভা

সংবাদদাতা, আরামবাগ : হুগলির আরামবাগের বর্জ্য পদার্থ যাবে কলকাতায়। পল্লিশ্রী রামকৃষ্ণ সেতু সংলগ্ন ডাম্পিং এলাকায় সমস্ত বর্জ্য পদার্থ তুলে নেওয়া শুরু করেছে পুরসভা। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ এখানে ফেলা হত। এর ফলে যেমন পরিবেশ দূষণ হত পাশাপাশি দুর্গন্ধ ছড়াত এলাকা জুড়ে। তাই এই বর্জ্য পদার্থ এবার তুলে নিয়ে যাবে কলকাতা পুরসভা। ফলে দুর্গন্ধমুক্ত হবে ওই এলাকা এবং রক্ষা পাবে পরিবেশ।

আরামবাগের কালীপুরে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সভাকে

ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, অন্যদিকে রাস্তা সংস্কারেরও উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়িগুলি আসার জন্য পার্কিংয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে রামকৃষ্ণ সেতু সংলগ্ন ডাম্পিং এলাকায়। আর সেখান থেকে নোংরা আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতায়।

এই নিয়ে আরামবাগের পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী জানান, মুখ্যমন্ত্রী আসার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গাড়িগুলি রাখার জন্য একদিকে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে ঠিক অন্যদিকে একটি ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত বিভিন্ন জায়গার যে সমস্ত নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ ছিল এবার সেগুলি কলকাতার কর্পোরেশনে চলে যাবে। যার ফলে একদিকে যেমন ওই সমস্ত জিনিস কাজে লাগানো যাবে পাশাপাশি মহকুমার পরিবেশও রক্ষা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

(প্রথম পাতার পর)

মিছিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকদের বলেছেন, আমরা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই বাজেট তৈরি করেছি। রাজ্য জুড়ে জেলা ও ব্লক স্তরে ৫ হাজার মহিলা এই কর্মসূচি পালন করবে। কলকাতাতেও শনিবার বেলা ৩টের সময় আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে গোলপার্ক থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করব। মিছিল থেকে মা-বোনেরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই বাজেটের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন। এবারের বাজেটে মহিলাদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাড়ানো হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ। এবার থেকে আর মাসিক ৫০০ নয়, ১০০০ করে পাবেন মহিলারা। এসসি, এসটি মহিলারা ১০০০ টাকার পরিবর্তে পাবেন মাসিক ১২০০ টাকা। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই তা কার্যকর হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য এতদিন রাজ্যের কোষাগার থেকে মাসিক খরচ হত ১০৯০ কোটি টাকা। পরে ৯ লক্ষ নতুন করে যুক্ত হওয়ায় ৪৫ কোটি টাকা মাসিক খরচ বাড়ে। এবার সেই খরচ আরও বাড়ল। সবমিলিয়ে এবারের বাজেট প্রকৃত অর্থেই মানবিকতার বাজেট। সাধারণ মানুষকে এমন বাজেট উপহার দেওয়ার জন্যই মিছিলে পা মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবেন রাজ্যের মহিলারা।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দনপুর কেয়ারপাড়ায় বিক্ষোভের জেরে আটকে গেল শিলিগুড়িগামী হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফলে শুক্রবার হলদিবাড়িতে আটকে যায় মিতালি এক্সপ্রেস ও কলকাতা সুপারফাস্ট

লোকসভা ভোটের তৎপরতা শুরু গণনাকেন্দ্র আর স্ট্রংরুম পরিদর্শন

পরিদর্শনে জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ, ৪ মার্চ। তার আগেই লোকসভা ভোট ২০২৪-এর প্রস্তুতি একপ্রকার শুরু করে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। লোকসভা ভোটে বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ইনস্টিটিউট

পূর্ব বর্ধমান

অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি— এই দুটি জায়গায় ডিসিআরসি ও ভোটগণনা কেন্দ্র করা হয়। শুক্রবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পরিদর্শনে যান পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়। বিল্ডিংয়ের যে সমস্ত ঘর স্ট্রংরুম হিসাবে ব্যবহৃত হবে ও যে ঘরগুলোয় ভোটগণনা হবে, সেই ঘরগুলি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। জেলাশাসক জানান, যেহেতু লোকসভা ভোট আসন্ন, তাই আমরা ভেনুগুলো ঘুরে দেখছি। কোথায় কী থাকবে, কোথায় কী করা হবে। ইতিমধ্যেই আমরা একটি পরিকল্পনা করেছি। সেইমতো আজ পরিদর্শন করলাম।

জিওল মাছ চাষ

হেমতাবাদ : জিওল মাছ চাষের নিয়ে হেমতাবাদে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল শুক্রবার। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য আধিকারিক প্রভঞ্জন সাহা, হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্ভু রায়, হেমতাবাদ ব্লকের বিডিও সুদীপ পাল, জয়েন্ট বিডিও রৌনক রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রভঞ্জনবাবু জানান, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ এই দু'টি ব্লকের মৎস উৎপাদক গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে চলে প্রশিক্ষণ। প্রায় ৩২ জন এতে অংশ নেন। বাজারে জিওল মাছের চাহিদা বেশি। চাষ কম হওয়ায় দাম বাড়ছে এই সমস্ত মাছের। তাই এই ধরনের মাছ চাষের ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়াতেই এই প্রশিক্ষণ। এর ফলে ফলন বেশি হলে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাবে এই মাছের মূল্য।

অভিষেকের দেখানো পথেই কেন্দ্রের উদাসীনদার প্রতিবাদ

ফের চা-বলয়ে আন্দোলনে শ্রমিক সংগঠন

অনুরাধা রায়

আন্দোলন, অবস্থান, চিঠি। এরপরও হেলদোল নেই কেন্দ্রের। বঞ্চিত রয়ে গিয়েছেন চা-শ্রমিকরা। রাজ্য বাজেটে চা-শ্রমিকদের উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণা হলেও, মোদি সরকার এ-বিষয়ে ভাবেই না। একথায় পরিকল্পিত ভাবে চা-শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে কেন্দ্র। কিন্তু আর কতদিন? এর উত্তর খুঁজতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে ফের আন্দোলনে নামছেন আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। মিছিল, সভা, সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। এর পাশাপাশি চা-বলয়ে তুলে ধরা হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলি। এই প্রসঙ্গে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চলতি মাসের ১৯ তারিখ আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের সঙ্কোশ চা-বাগান থেকে শুরু হবে এই আন্দালন। শেষ হবে ১ মার্চ। এর মধ্যে ১৯, ২০, ২১,২২, ২৩,২৪ ফেব্রুয়ারি এই ছয়দিন পদযাত্রা থাকবে আলিপুরদুয়ারে। সারাদিন ধরে চলবে পদযাত্রা। প্রত্যেক বাগান থেকে পদযাত্রীরা মিলিত হবেন একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। প্রতিদিন পদযাত্রার পর বিকেলে হবে সমাবেশ। ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ফেব্রুয়ারি পদযাত্রা হবে জলপাইগুড়িতে। ২৯ তারিখ এই পদযাত্রা শেষ হবে এলেনবাড়িতে। ১ মার্চ সমাবেশ হবে বানারহাটে। এই আন্দোলনের বিস্তারিত ঘোষণা আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলনের বিস্তারিত ঘোষণা হবে শিলিগুড়িতে। সাংবাদিক সম্মেলন করে আরও বিষয়গুলি জানাবেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

> ১) পদযাত্রা চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ
> ২) আলিপুরদুয়ারের সঙ্কোশ থেকে সূচনা।
> ৩) শেষ হবে জলপাইগুড়িতে
> ৪) ১ মার্চ সমাবেশ বানারহাটে

ভূমিহীনদের জমির পাট্টা দেবে শিলিগুড়ি পুরসভা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ভূমিহীনদের জমির পাট্টা দেওয়ায় উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুনর্বাসন দিতে রেলকে চিঠিও দেবে তারা। আরবান পাট্টা প্রদানের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়িতে জলপাইগুড়ি জেলা, শিলিগুড়ি জেলার প্রশাসন এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দফতরগুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক সেরেছেন মেয়র গৌতম দেব। ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ১৪টি সংযুক্ত ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে। এর মধ্যে ১৫৭টি নোটিফায়েড বস্তি। নোটিফায়েড বস্তির একটা বড় অংশ নদীর তীরবর্তী এলাকায়। সিকস্তি জমির অন্তর্গত ওই এলাকায় নদীর গতিপথ বদলে বহুদূর সরে গিয়েছে। তাই সিকস্তি জমিগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে কয়েক প্রজন্ম বসবাসকারী ভূমিহীন পরিবারের স্বার্থে জমির চরিত্র বদলের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। গৌতম বলেন, জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেছি। সাতদিনের মধ্যে দুই জেলার পাট্টা প্রদানের প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়ে যাব। সিকস্তি জমিগুলোকে বাস্তুজমিতে বদলের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এটি সংশ্লিষ্ট সেচ দফতর দেখবে। মেয়র বলেন, প্রায় এক লক্ষ মানুষ রেলের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। এগুলি রেলের অব্যবহৃত জমি, যা একটা সময় রাজ্য সরকারের ছিল। রেল পরে প্রকল্পের নামে নিয়েছিল। দশকের পর দশক এই বিপুল পরিমাণে রেলের অব্যবহৃত জমিতে যে সমস্ত মানুষের বসতি, সেগুলিকে আমরা স্বীকৃতি দেব। রেলকে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায়।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

চাকরির নামে প্রতারণায় গ্রেফতার বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন : বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চ পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে একাধিক ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে নথিভুক্ত করার জন্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রতারণা চক্রের মূলচক্রী হিসাবে উঠে আসে রানাঘাটের পায়রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য বিল্টু মিত্রের নাম। বৃহস্পতিবার রানাঘাটে নিজের বাড়ি থেকেই তাকে গ্রেফতার করেন লালবাজারের সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিকরা। আনা হয় কলকাতায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১০ অক্টোবর লালবাজারের সাইবার ক্রাইম শাখায় কলকাতার এক মহিলা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করায় তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে এই প্রতারণা চক্রের কথা। আর তার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতার বিল্টুর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ওই মহিলাই শুধু নন, আরও অনেকেই বিল্টুদের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। যদিও বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির লোভ দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে অনলাইনে টাকা তোলা ভুয়ো সংস্থাটির ভুয়ো ওয়েবসাইটটির এখন অস্তিত্ব নেই। তবে পুলিশের খবর, প্রায় ৬ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে ভুয়ো সংস্থাটি। প্রত্যন্ত এলাকার কিছু সাইবার ক্যাফে বেছে নিয়ে সেখান থেকে প্রতারণা চালানো হত। প্রতারণায় যুক্ত কয়েকজনকে আগেই গ্রেফতার করে বিল্টুর কথা জানতে পারে পুলিশ। পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত বিজেপি সদস্যের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছে। পায়রাডাঙা বাজারে বিল্টুর সাইবার ক্যাফেও আছে।

বড় নাশকতার ছক বানচাল করল রাজ্য পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বড় নাশকতার ছক বানচাল করল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। গ্রেফতার কেএলও জঙ্গি তাপস রায় (২৭)। কেএলও-র জীবন সিংহের শিবিরের হয়ে তাপস কাজকর্ম চালাত। অসম ও সীমান্তবর্তী এলাকায় তহবিল সংগ্রহ করে নাশকতা, অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুতই ছিল লক্ষ্য। অসম লাগোয়া উত্তরবঙ্গের কুমারগ্রাম, কোচবিহার কামরাঙাগুড়ি এলাকায় লোকসভা নির্বাচনের আগে নাশকতার পরিকল্পনা নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ডিএল কোচের নির্দেশে একটি দল। সেই খবর ছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কাছে। সেই মতো জাল বিছিয়ে উত্তরবঙ্গ এসটিএফ শুক্রবার গ্রেফতার করে তাপসকে। ওর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে কেএলও জীবন সিংহের বিপক্ষের কেএন ও ডিএল কোচের চেয়ারম্যানের। রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় ফেরার কেএলও-কেএন সঞ্জয় অধিকারীর আত্মীয় তাপস। উত্তরবঙ্গ এসটিএফের ডিএসপি সুদীপ ভট্টাচার্য জানান, জীবন সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে দু'বছর আগে নাগাল্যান্ড হয়ে মায়ানমারে জঙ্গিশিবিরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল ওরা। নাগাল্যান্ডের বনে আত্মগোপন করেছিল তিনমাস। জীবনের ডেরায় পৌঁছনোর আগে গ্রেফতার হয় কোকরাঝাড় পুলিশের হাতে। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোকরাঝাড় জেলেই ছিল ওরা। সম্প্রতি জামিনে বেরিয়ে ফের সক্রিয় হয়েছিল দল তৈরি করতে। অসম লাগোয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হুমকি দিয়ে মোটা টাকাও আদায় করছিল। সেই টাকা বাংলাদেশে পাঠিয়ে সেখান থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক জঙ্গিশিবিরে মজুত করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাপসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী ইউএপি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শিলিগুড়ি আদালত তাকে দশদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে।

গ্রেফতার কেএলও জঙ্গি তাপস

আমার বাংলা
10 February, 2024 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রিন করিডর করে ত্রিপুরা থেকে সিংহ-দম্পতি আসছে বাংলায়

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ত্রিপুরা সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে গ্রিন করিডর করে বন দফতরের বিশেষ ভ্যানে আনা হচ্ছে দুই সিংহ-দম্পতিকে। শুক্রবার ভোরে বিশেষ কনভয় রওনা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ উদ্যান বেঙ্গল সাফারিতে স্ত্রী ও পুরুষ সিংহ জুটির সঙ্গে আসছে ত্রিপুরা সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে বেঙ্গল সাফারিতে দুটি স্পেক্টাক্যাল লঙ্গুর অর্থাৎ চশমা বানর, চারটি লেপার্ট ক্যাট ও চার কৃষ্ণ সার হরিণ। ক্যাপচারিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এদিন সকালে ত্রিপুরার চিড়িয়াখানা থেকে উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কের উদ্দেশ্যে লাইফ সাপোর্ট

অ্যাম্বুলেন্সে গ্রিন করিডরে যাত্রা শুরু করে সিংহ সহ অন্য বন্যপ্রাণীদের। সিংহ-দম্পতিকে উত্তরে আনতে ত্রিপুরায় গিয়েছে সাফারির অভিজ্ঞ একটি দল। বেঙ্গল সাফারি ৫-৬ সদস্যের টিম ত্রিপুরা সিপাহিজলা চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। রাজ্য বন দপ্তর এবং সেন্ট্রাল জু অথরিটির তরফে ট্রানজিট প্রক্রিয়ার অনুমোদন হাতে আসতেই সিংহ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিলিগুড়িতে বেঙ্গল সফরিতে পৌঁছবে সিংহ-দম্পতি। পাশাপাশি দার্জিলিং জু থেকে সিঙ্গালিলার উন্মুক্ত বনাঞ্চলে ছাড়া হল দুই রেড পান্ডা নোভা ও আশা-কে।

ভাতা বৃদ্ধির উৎসব

■ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপে খুশি রাজ্যের মহিলারা। বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেট ঘোষণার পরই উন্নয়নের রাজ্য জুড়ে খুশির হাওয়া। শুক্রবার বালুরঘাটে আবির খেলে যাপন করলেন মহিলারা।

তৃণমূলে যোগদান

■ ফের ভাঙন বিজেপিতে। কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পাটছড়া অঞ্চলের ১০৩, ১০৫ ও ১০৬ বুথের বুথভিত্তিক খুলি-বৈঠকে বহু কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

গবেষণায় স্বীকৃতি

■ কৃষি বিভাগে গবেষণায় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পেলেন রায়গঞ্জের গবেষক। এর ফলে খুশির আবহ জেলা জুড়ে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুরস্কৃত করেছেন ড. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়কে। রায়গঞ্জ শহরের রবীন্দ্রপল্লি বাসিন্দা অনির্বাণ কর্মসূত্রে পাটনায় থাকেন। ২০০৩ সালে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্র স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। স্নাতকস্তরে উত্তীর্ণ হন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট রিক্রুমেন্ট বোর্ডের অধীনে তিনি বর্তমানে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু হল এগ্রিকালচার এক্সটেনশন।

২০ কোটি দেয়নি কেন্দ্র পেট্রল পাম্প ধর্মঘটের ডাক

প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত মিটেছে প্রায় ৬ মাস আগে। কিন্তু কেন্দ্রীয়বাহিনীর গাড়িতে নেওয়া তেলের প্রায় ২০ কোটি টাকা এখনও শোধ করেনি কেন্দ্র। এবার তার প্রতিবাদেই ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিল নর্থ বেঙ্গল পেট্রল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রত্যেকটি পেট্রল পাম্পেই ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ পেট্রল পাম্প অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্যামল পাল চৌধুরী। তিনি বলেন, শুধু কেন্দ্রীয়বাহিনীর গাড়ির তেলের টাকায় নয়, ২০১৭ সাল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রলের দাম। কিন্তু আমাদের দিকে তাকায়নি মোদি সরকার। আমাদের কমিশন এক পয়সাও বাড়েনি। যা ছিল তাই রয়েছে। দিন দিন এই বঞ্চনা সহ্য করা যাবে না। এবার এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। আই আমরা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছি। যদি এর পরেও সুরাহা না হয়, তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে আগামী দিনে। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, টাকা না পেলে লোকসভা ভোটে আমরা তেল দেব কিনা ভাবতে হবে।

রাজ্য বাজেটের তথ্য নিয়ে বুথভিত্তিক সভা তৃণমূলের

কোচবিহার: উন্নয়নের বাজেট পেশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। একগুচ্ছ উদ্যোগ অর্থিক বরাদ্দ প্রমাণ করেছে গড়ে উঠবে নতুন বাংলা। কেন্দ্রের ভয়াবহ বঞ্চনার সত্ত্বেও রাজ্যবাসীর জন্য দু'হাত উপুড় করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের বাজেটের সেই তথ্য তুলে ধরেই এবার বুথভিত্তিক সভা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে এমনটাই জানিয়েছেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ছিলেন দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান, মহিলা জেলা সভানেত্রীর উপস্থিতিতে জেলার সব ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতিদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক হয়েছে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, কেন্দ্র সরকারকে জব্দ করে দিয়ে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দিচ্ছে বাংলার রাজ্য সরকার। এ ছাড়াও বাংলার সরকার সাধারণ মানুষের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে। সেকথা তুলে ধরতে গ্রামে-গ্রামে বুথভিত্তিক সভা করতে হবে। মার্চের মধ্যে কোচবিহার জেলার সব বুথে যাতে এই কর্মসূচি শেষ হয় তেমনই লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তুলে ধরতে হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আরও বাড়তি অর্থ বরাদ্দের তথ্য-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধার কথা। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে কোচবিহার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৫০৭টি বুথ আছে।

■ বৈঠকে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

মডেল বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র উপহার পাচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

ঝাঁ-চকচকে ঘর। পরিচ্ছন্ন শৌচালয়। উন্নতমানের সেলাই মেশিন। শুধু তাই নয়, সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে একটু গান শোনারও ব্যবস্থা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এভাবেই তৈরি হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মডেল বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র। গোয়ালপোখর ১ ব্লককের একটি কেন্দ্রকেই সাজিয়ে উপহার দেওয়া হবে প্রত্যন্ত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। গোয়ালপোখর-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতর প্রাঙ্গণে জোরকদমে চলছে কাজ। এই সেন্টারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য সিসিটিভি, অডিও সিস্টেম, পানীয় জল, টয়লেট-সহ অত্যাধুনিক সবরকম সুবিধা থাকছে। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিক মল্লিক

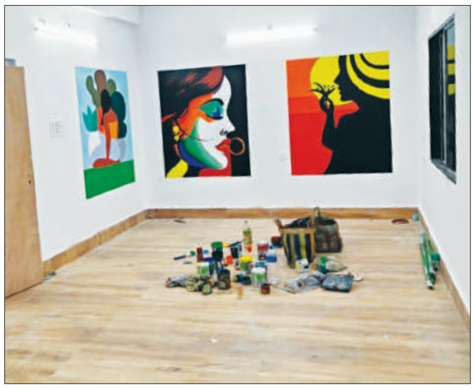

■ জোরকদমে চলছে বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র তৈরির কাজ।

জানান, পোশাক সেলাইয়ের কাজ করার জন্য তৈরি এই কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শেষের পথে। ফিফটন ফিনান্স-এর ৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই মডেল স্টিচিং সেন্টারটি নির্মিত হয়েছে। যার প্রত্যেক দেওয়াল জুড়ে আছে শিল্পকর্ম। শুধু দৃষ্টিনন্দনই নয়, এই সেন্টারে ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক ১০টি ইলেকট্রনিক স্টিচিং মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে। যার গতি সাধারণ মেশিন থেকে অনেক গুণ বেশি। তাই কাজও হবে সময়মতো। এই প্রত্যেকটি কাটিং ও স্টিচিং মেশিন দলগুলি নিজেরা ঋণের মাধ্যমে নিয়েছেন। স্কুল, মাদ্রাসার পোশাক তৈরির কাজও পাচ্ছেন জেলা ও জেলার বাইরে থেকে। যার ফলে নিজেরাই কাজ করে ঋনের কিস্তি পরিশোধও করছেন। এ-ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্য থেকেও কাজের অডার পাচ্ছেন এই এলাকার দলের মহিলারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাস্তার পাশে বাস স্ট্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছেন মাঝবয়সি সন্দীপ দত্ত। বাবা ডিএসপির কর্মী ছিলেন। মারা গিয়েছেন ২০১৬-তে। দুর্গাপুর পুরপ্রধান অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় পাশে দাঁড়িয়েছেন

আমার বাংলা
10 February, 2024 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
শনিবার

সোনার দোকানে চুরি ৬০ লাখের গয়না

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ভরতপুরে। বৃহস্পতিবার রাতে ভরতপুর থানা সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার গহনা চুরির অভিযোগ করেছেন দোকানের মালিক সাবিনা ইয়াসমিন। ভরতপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও কাউকে ধরা যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এদিন রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। হাতে শাবল, লোহার রডও ছিল। মুখ ঢাকা ছিল কাপড় দিয়ে। প্রথমে দোকানের পিছনে দেওয়ালে সিঁদ কাটার চেষ্টা চালায়। বিফল হলে সামনের সাটার ভেঙে ঢোকে। এমনকি চুরি করা সামগ্রী ওই দোকানের পিছনে ভাগাভাগি করার ঘটনাও দেখা গিয়েছে। থানা লাগোয়া দোকানে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অস্ত্র ও গুলি-সহ সীমান্তে ধৃত এক

সংবাদদাতা, জলঙ্গি : আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার এক। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। জলঙ্গি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চরফরাসপুর থেকে মোটরবাইকে উদয়নগরের দিকে আসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় একটি ওয়ানশটার পিস্তল ও গুলি। ধৃতের নাম লালন মোল্লা। বাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উদয়নগর এলাকায়। উদয়নগরে যাওয়ার আগেই পড়ছে বিএসএফের বিওপিওপি পয়েন্ট। সেখানে চিরুনি তল্লাশি করে মানুষকে পাঠানো হলেও কীভাবে এত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র যাচ্ছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে জলঙ্গি থানা।

টিয়া টিটুর স্মরণে

■ প্রিয় পোষ্য টিয়াপাখি টিটুর মারা গিয়েছে। তার শোকে ২৫ দিনের মাথায় ৩০০ জনকে ভুরিভোজ করালেন গদাধর ও দুলালি মণ্ডল। নলহাটি এক ব্লকের বড়লা পঞ্চায়েতের কালুগ্রামে। পঁচিশ দিন আগে বেড়ালের আঁচড়ে অসুস্থ টিটুর মৃত্যু হয়। শাস্ত্রাচারে কীর্তন সহকারে খাঁচায় মৃত পাখির দেহ নিয়ে জঙ্গিপুরের গঙ্গায় শেষকৃত্য হয়।

জবকার্ড হোল্ডারদের বকেয়া টাকা মেটানোর প্রস্তুতি শুরু

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই তৎপর পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। জবকার্ডধারীদের ১০০ দিনের বকেয়া টাকা মেটানোর শুরু প্রস্তুতি। শনিবার ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বকেয়া মেটানোর ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে জেলায় জেলায় চিঠি পাঠিয়ে প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১০০ দিন প্রকল্পে ২০২১-২২ সালে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ও ২২-২৩ সালে ১ লক্ষ ৯০ হাজার জনের মজুরি বাকি। সে বাবদ জেলার পাওনা আনুমানিক ৮৮ কোটি টাকা। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, সরকার ১০০ দিন প্রকল্পের জবকার্ড থাকা শ্রমিকদের কাজ দিয়েছিল। সে জন্যে খসড়া তালিকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কতজন মজুরি পাবেন তা বলা সম্ভব হবে না। জেলাশাসক বুধবার বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৃহস্পতিবার প্রাপকদের তালিকা ও তাঁদের বকেয়া টাকার খসড়া তালিকা তৈরি হবে। শুক্রবার সেই তালিকা নিয়ে

> **শুক্রবার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে ব্লক প্রশাসন। সোমবার থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।**

পূর্ব বর্ধমান

প্রাপকদের বাড়ি গিয়ে খতিয়ে দেখবেন কর্মীরা। শুক্রবার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে ব্লক প্রশাসন। সোমবার থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ১০০ দিন প্রকল্পে ২০২১-২২ সালে ২৬ লক্ষ ৪৬ হাজার শ্রমিক ও ২২-২৩ সালে ২ লক্ষ ১১ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের মধ্যেই ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার শ্রমিকের মজুরি বকেয়া। জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বকেয়া টাকাও নিজের কাঁধে নিয়ে ১০০ দিন প্রকল্পের কর্মীদের মুখে হাসি ফোটাতে চাইছেন।

জামবনিতে ধানের চারা নষ্ট করছে হাতির পাল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আবারও তাণ্ডব চালিয়ে বিঘার পর বিঘা রোপণ করা ধানগাছ খেয়ে পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করল হাতির দল। বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি রেঞ্জের চিচিড়া বিটের

শাবলমারা এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে কয়েক বিঘা জমির চারাধান নষ্ট করছে হাতির দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ১০-১২টি হাতির একটি দলটি ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে চিচিড়া বিট এলাকায় প্রবেশ করে বাঁকড়া, ফুলবেড়িয়া, চিনকুনডি, পানপাড়া, শাবলমারা, ঘুটিয়া ইত্যাদি এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে ধান ও অন্যান্য ফসলের দফারফা করছে হাতির দলটি। কৃষকদের অভিযোগ, সদ্য রোপণ করা ধানের চারা খেয়ে, পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে হাতি। এইভাবে চারা ধান নষ্ট করলে ফসল আদৌও ঘরে তুলতে পারবেন কি না তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কৃষকদের মনে। কৃষকদের আরও অভিযোগ, আগের বারেও পাকা ধানের ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতি করছে হাতি। হাতি তাড়ানো নিয়ে বন দফতরকে বারে বারে জানানো হলেও তারা সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও বন দফতরের দাবি, হাতি এলাকায় এলেই মাইকিং করে সচেতন করা হয় বাসিন্দাদের। আর যে সমস্ত কৃষকের ফসল নষ্ট করছে, তারা প্রত্যেকেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

তৃণমূল করায় সামাজিক বয়কট, চাষেও বাধা

বিজেপি পঞ্চায়েতের দাদাগিরি ইটাবেড়িয়ায়

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : ভগবানপুর-২ ব্লকের ইটাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াখালি ও মৈশালি গ্রামের দুই তৃণমূল কর্মীকে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক বয়কট ও চাষের জমিতে চাষ করতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতায় এলেও ইটাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। তাতেই বিজেপি সাপের পাঁচ পা দেখেছে। জিয়াখালি গ্রামের বাহাদুর প্রামাণিকের অভিযোগ, তাঁরা তৃণমূল করেন বলে পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। সালিশি সভা ডেকে তাঁদের বয়কট করা হয় ও ধানের জমিতে চাষ করতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। একই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার গৌরহরি দাসেরও একই অভিযোগ। তাঁকেও তৃণমূল করার জন্য জমিতে চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ইটাবেড়িয়ার পঞ্চায়েত প্রধান ববিতা দোলাই বর জানান, এমন কোনও অভিযোগ তাঁর কাছে আসেনি।

এই জমিতেই চাষে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

■ **রাজ্যের বাজেট এবার দারুণ সাড়া ফেলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে হাজার টাকা করে দেওয়া এবং তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে বারোশো টাকা করে দেওয়ায় খুবই খুশি। খবর পাওয়ার পরই উচ্ছ্বসিত হয়ে সকলকে মিষ্টি বিতরণ করলেন তাঁরা।**

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে প্রচারে জেলা পরিষদ ও প্রশাসন

সংবাদদাতা, কাঁথি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নাবালিকা বিয়েতে রাজ্যে উপরের সারিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে বা পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় নাবালিকারা বিয়ের পিঁড়িতে বসছে। তাই বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতা অভিযানে নামল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ ও প্রশাসন। কলেজ এবং মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আলোচনাসভার আয়োজন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে, কাঁথির দেশপ্রাণ কলেজে 'আধুনিক সমাজ ও মহিলাদের নিরাপত্তা' নিয়ে রাজ্যস্তরের এক আলোচনা হল। আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ রুখতে করণীয় বিষয়গুলি এবং মহিলাদের নিরাপত্তা কীভাবে সুরক্ষিত হবে, সে-ব্যাপারেও আলোচনা হয়। কলেজছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বক্তা ছিলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক, কাঁথি মহকুমাশাসক শৌভিক ভট্টাচার্য, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর, পরিচালন কমিটির সদস্য অধ্যাপক সুবীর সামন্ত প্রমুখ। উত্তম বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। তথ্যের বিচারে বাল্যবিবাহে এক নম্বর স্থানে এই জেলা। আমরা এই সামাজিক ব্যাধির পরিবর্তন আনতে চাই। তাই জেলা পরিষদ ও প্রশাসন যৌথভাবে মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে আলোচনাসভার আয়োজন শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। মেয়েদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাই এইসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তারা উপযুক্ত আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঁচুক, এই আহ্বান জানাই।

পূর্ব মেদিনীপুর

কাঁথির দেশপ্রাণ কলেজে সচেতনতার প্রচার।

১০
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
শনিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 February, 2024 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শবর গ্রামের জলসমস্যা ২৪ ঘণ্টায় মেটানোর কথা দিলেন জেলাশাসক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শবর গ্রামে গিয়ে মাটিতে বসে মুখোমুখি বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জানিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা মেটানোর কথা বললেন জেলাশাসক। এছাড়াও একটি রাস্তা নিয়ে সমস্যার কথা গ্রামবাসীরা জানালে সেটিও যাতে হয় তার আশ্বাস দিলেন। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর অঞ্চলের খোয়াব গ্রামে জনসংযোগ যাত্রায় গিয়ে। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল ও মহকুমা শাসক শুভ্রজিৎ গুপ্তকে কাছে পেয়ে দারুণ খুশি লোধা-শবর মানুষজন। প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে পেয়ে তাঁরা মন খুলে অভাব-অভিযোগ জানান। এলাকার দুর্গা ভক্তা বলেন, সামনে ওঁদের পেয়ে খুব ভাল লাগল আমাদের। সমস্যার কথা শুনলেন। আমাদের জলকষ্টের কথা শুনে জেলাশাসক বলেছেন শনিবারের মধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা মিটবে। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, গ্রামের মানুষজনদের বিভিন্ন সমস্যা আছে। সেগুলি খুব দ্রুত সমাধান করা হবে। পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে বলেছি যাতে দ্রুত সমাধান হয়। গ্রামের রাস্তার বিষয়টিও দ্রুত দেখা হবে।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা ধরে রাখতে প্রশাসনকে চিঠি আশ্রমিক সংঘের

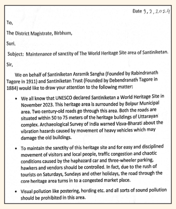
Date 9, 2, 2024

To,

The District Magistrate, Birbhum,

Suri.

Subject: Maintenance of sanctity of The World Heritage Site area of Santiniketan.

Sir,

We on behalf of Santiniketan Asramik Sangha (Founded by Rabindranath Tagore in 1911) and Santiniketan Trust (Founded by Debendranath Tagore in 1884) would like to draw your attention to the following matter:

- We all know that UNESCO declared Santiniketan a World Heritage Site in November 2023. This heritage area is surrounded by Bolpur Municipal area. Two century-old roads go through this area. Both the roads are situated within 50 to 75 meters of the heritage buildings of Uttarayan complex. Archaeological Survey of India warned Visva-Bharati about the vibration hazards caused by movement of heavy vehicles which may damage the old buildings.
- To maintain the sanctity of this heritage site and for easy and disciplined movement of visitors and local people, traffic congestion and chaotic conditions caused by the haphazard car and three-wheeler parking, hawkers and vendors should be controlled. In fact, due to the rush of tourists on Saturdays, Sundays and other holidays, the road through the core heritage area turns in to a congested market place.
- Visual pollution like postering, hording etc. and all sorts of sound pollution should be prohibited in this area.

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ট্যাগ ধরে রাখতে চিঠি দিল জেলা প্রশাসনকে। ইতিপূর্বে সর্বেক্ষণ বিভাগের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বারবার চিঠি দিয়ে রাস্তা নিয়ন্ত্রণের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয়। শুক্রবারের চিঠিতে রাস্তা ফেরানোর প্রসঙ্গ না তুললেও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা ধরে রাখা নিয়ে চিঠিতে তারা জানিয়েছে, হেরিটেজ সাইট এলাকায় রাজ্য সড়কের মাথার উপর ক্লাব মোড়ে হাইট বারের যুক্তি সর্বেক্ষণ বিভাগ আগেও দেখিয়েছিল। তবে এবার বলেছে যে অনেক গাড়ি এটা না জানায় মানে না। প্রশাসনকে হেরিটেজ সাইটে নোটিশ লাগিয়ে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। যান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কোথাও কোথাও রুট ডাইভার্সন করতেও বলেছে। রাস্তায় যানজট, দূষণ বেড়ে চলেছে। পর্যটকের ভিড় আছে। যেখানে-সেখানে দোকান, টোটো স্ট্যান্ড এলাকাকে ঘিঞ্জি করে তুলেছে বলে দাবি করে আশ্রমিক সংঘ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দাবিতে কার্যত শিলমোহর দিল। তবে ২০২০ সালের মতো রাজ্য সরকারের কাছে রাস্তা ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি না জানালেও বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে এনে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে চেয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রাজ্য বাজেটে ঘোষিত নয়া প্রকল্পে বাংলায় খুশির হাওয়া

ব্যান পিরিয়ডে ধীবরদের সহায় সমুদ্রসাথী

সংবাদদাতা, দিঘা : রাজ্য বাজেটে 'সমুদ্রসাথী' প্রকল্পের ঘোষণায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবীদের মধ্যে রীতিমতো খুশির হাওয়া। প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন থাকে 'ব্যান পিরিয়ড'। অর্থাৎ এই দু'মাস মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে। কারণ এই সময়টা সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল। তাই সামুদ্রিক মাছের সুরক্ষার জন্য এই সময় ব্যান পিরিয়ড চলে। আর এই দু'মাস মাসে পাঁচ হাজার টাকা হারে মৎস্যজীবীদের ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। এই সময় ১০ হাজার টাকা করে পাবেন মৎস্যজীবীরা। এবারের বাজেটে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। নথিভুক্ত মৎস্যজীবীরা 'সমুদ্রসাথী' প্রকল্পে এই পরিষেবা পাবেন। বাজেটে এই ঘোষণার ফলে পূর্ব মেদিনীপুর তথা কাঁথির মৎস্যজীবী মহল উৎফুল্ল। মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। দিঘা ফিশারমেন অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, 'ব্যান পিরিয়ড চলাকালীন মৎস্যজীবীরা কর্মহীন থাকেন বলে সংসার চালানোয় সমস্যা হয় তাঁদের। এ কথা ভেবে সরকার তাঁদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর তো বটেই, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ বাংলার মৎস্যজীবীরা এই ভাতা পাবেন। সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।' দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিলাম, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হোক। রাজ্যের এই ঘোষণায় মৎস্যজীবীরা খুশি।' কাঁথি মহকুমা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি আমিন সোহেল বলেন, 'বৃহস্পতিবার এই ঘোষণায় লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীলাভ হল। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা।'

দিঘায় মৎস্যজীবী সংগঠনের কার্যালয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, পানীয় জল জেলার উন্নয়নের প্রচারে তৃণমূল

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলার উন্নয়নের সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে প্রচারে নামছে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল। তৃণমূলের আমলে গোটা জেলা জুড়ে সর্বত্র যেসব উন্নয়নকাজ হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। জেলার সর্বত্র এই তথ্যগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। একথা জানান জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। তিনি বলেন, 'বাম জমানায় সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়ায় সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এলাকার মানুষের জন্য গড়া হয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৯টি আইটিআই, ৩টি পলিটেকনিক এবং দুটি মেডিক্যাল কলেজ। জেলায় একটি আইন কলেজ হলেই জেলার ছেলেমেয়েদের আর বাইরে পড়তে যেতে হবে না। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও মানুষকে আর বাইরে যেতে হয় না। পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই সব ধরনের রোগের চিকিৎসা হয়। এছাড়া রঘুনাথপুর সুপার স্পেশিলিটি হাসপাতাল-সহ ব্লক স্তরে আধুনিক হাসপাতাল গড়া হয়েছে। মানুষ বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী নিজে রঘুনাথপুরে শিল্পতালুক জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী গড়েছেন। সেখানে ইতিমধ্যে ডিভিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ ১৪টি শিল্প গড়ে উঠছে। উৎপাদন শুরু হয়েছে অন্তত দশটি কারখানায়। ফলে ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের কাজ মিলেছে। এভাবে কৃষি, সেচ, রাস্তাঘাট, জলাশয় খনন ও সংস্কার, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, স্বনির্ভর দলগুলির উন্নয়ন, সামাজিক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জেলার কত মানুষ উপকৃত হয়েছেন, এসবই দলের প্রচারে আনা হবে।' সৌমেনবাবুর দাবি, গত পাঁচ বছরে বিজেপি সাংসদ বা বিজেপি বিধায়করা কিছুই করেননি। একথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই জেলায় দলের আইটি সেলের তরুণরা উন্নয়নের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।

জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের শিবির

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলার অন্তর্গত ৬৬৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির হবে জেলা জুড়ে। প্রথম ধাপের কর্মসূচি শুরু হল শুক্রবার ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে। ছিলেন পশ্চিম জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, এডিএম কেম্পাইয়া হুন্নাইয়া, শান্তি টুডু, আবু কালাম বক্স, আশিস হুদাইত, বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী, বাদলচন্দ্র মন্ডল, সিতেশ ধাড়া প্রমুখ। ডেবরা ব্লকের ৪২৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি ও কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দেওয়া হয় কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ, বাচ্চাদের কেন্দ্রে নজর রাখা, ঠিকমতো মিডডে মিল দেওয়া, গর্ভবতী মায়েদের নজর রাখা, বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে। আগামীতে এই শিবির হবে প্রতিটি ব্লক ধরে।

ডাকঘরে চুরি এজেন্টের লক্ষ টাকা

সংবাদদাতা, নদিয়া : চারটে ১০ টাকার নোট ফেলে দিয়ে কৃষ্ণনগর মুখ্য ডাকঘর থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার চুরির ঘটনায় তাজ্জব শহরবাসী। মাস কয়েক আগেও ৫০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। ফের একই ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে পোস্টাল এজেন্ট অজয় বোস ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, এজেন্টদের বই নিয়ে পোস্ট অফিসে আসেন। পরিচিত এক মহিলার সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলার ফাঁকে চারটে ১০ টাকার নোট ফেলে তাঁর মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় চোর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে পোস্টমাস্টার জানান, 'গোটা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

ছাঁচের সরস্বতীর বাজার তুঙ্গে, ব্যস্ত পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা

নবদ্বীপ

প্রতিবেদন : আর মাত্র ছদিন পরই সরস্বতী পুজো। নবদ্বীপের ফাঁসিতলা চড়ার পালপাড়ার প্রায় ৪০টি মৃৎশিল্পী পরিবার এ সময় রাতদিন ব্যস্ত ছাঁচের প্রতিমা গড়ার কাজে। রোদে শুকিয়ে রঙ চড়িয়ে পাইকারের হাতে সময়ে সব তুলে দিতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে সেগুলি ভাল বিকোলে তবেই সরস্বতী গড়ে হবে লক্ষ্মীলাভ। যদিও মাটি ও রঙের দাম বাড়ায় লাভের পরিমাণ অনেক কমেছে। বংশ পরম্পরায় ছাঁচের মূর্তি তৈরি করেন পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের কথায়, প্রতি বছর সরস্বতীর ছাঁচের মূর্তির ভালই চাহিদা থাকে। ১৮ ইঞ্চি থেকে দু-আড়াই ফুটের এই সব মূর্তি স্থানীয় বাজার ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল পারুলিয়া, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, কাটোয়া, আসানসোল, দুর্গাপুর পর্যন্ত চলে যায়। কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও যায় পাইকারি বিক্রেতাদের মাধ্যমে। গোটা রাজ্যে চাহিদা থাকায় বিভিন্ন সাইজের ছাঁচের সরস্বতী এ-বছরও ভালই বিকোবে বলে আশা করছেন পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। ছাঁচের মূর্তি গড়তে প্রথমে মেশিনে মাটি তৈরি করে নিতে হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের ছাঁচে ফেলে রোদে শুকিয়ে করা হয় রং। এরপর সেগুলি চলে যায় পাইকারি ব্যবসাদারের হাতে। তারা মূর্তি কেনে ৫০ টাকা থেকে ২৫০-৩০০ টাকায়। তবে উপকরণের দাম বেড়েছে, রঙের উপর বেড়েছে জিএসটি। আগে এক নৌকো গঙ্গার মাটি ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকায় কেনা হলেও এখন দাম লাগছে ৪-সাড়ে ৪ হাজার টাকা। এক নৌকো মাটিতে প্রায় সাড়ে তিনশো বিভিন্ন সাইজের ছাঁচের মূর্তি গড়া হয়। বাড়ির বৌ-মেয়েরাও মূর্তি গড়ার কাজে লেগে পড়েন। সরস্বতী পুজো দোরগোড়ায়। পালপাড়া এখন নাওয়াখাওয়া ভুলেছে।

সীমান্তের ওপারে মায়ানমারে চলছে গৃহযুদ্ধ। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষ এবং সে-দেশের সেনাও ঢুকছে ভারতে। এই পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে মায়ানমার সীমান্তে ভিসাহীন অবাধ যাতায়াত বন্ধ করল ভারত সরকার। দু-দেশের মধ্যে যাতায়াত সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের চুক্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে ঘোষণা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

মহাভারতে বর্ণিত জতুগৃহকে এবার স্বীকৃতি আদালতের

প্রতিবেদন : লোকসভা ভোটের মুখে যখন উত্তর ভারত জুড়ে রাম-নামের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে ব্যস্ত বিজেপি, তখন উত্তরপ্রদেশেই এবার জেগে উঠল মহাভারতের অস্তিত্ব। ৫৩ বছরের পুরনো এক মামলায় এক সংরক্ষিত স্থানে মহাভারতের জতুগৃহের অস্তিত্বের পক্ষে রায় দিল বাগপত আদালত। সেইসঙ্গে ইসলামি সাধকের মাজার ও কবরস্থানের আবেদন নাকচ করল আদালত।

৫৩ বছরের মামলার অবসান

১৯৭০ সালে উত্তরপ্রদেশের বাগপতের হিন্দন ও কৃশনি নদীর মধ্যবর্তী এলাকার বারনাওয়া গ্রামে একটি মাজার এলাকায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রবেশে বাধা দেওয়ার আবেদন নিয়ে বাগপত আদালতের দ্বারস্থ হন মাজারের রক্ষক। এত বছর ধরে সেই মামলা ঝুলেই ছিল। বর্তমানে উত্তর ভারতে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির দাপট বাড়ার পর এবার ৫৩ বছর পুরোনো সেই মামলায় মাজার রক্ষকের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। পাশাপাশি আদালতের পর্যবেক্ষণ, ১৯২০ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) একটি সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, মিরাট শহরের ১৯ মাইল দূরে একটি ভগ্ন এলাকার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল, যা মহাভারতের সময়ের পাণ্ডব দহনের 'জতুগৃহ' বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এই মামলায় মাজার পক্ষের দাবি ছিল, সুফি সাধক বদরুদ্দিন শাহ ৬০০ বছর আগে ওই জায়গায় কাটিয়েছেন। পরে তাঁর সমাধিস্থলে সৌধ তৈরি হয়। এমন একটি জায়গায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ জোর করে ঢুকে যাগযজ্ঞ শুরু করে। এই আর্জির প্রেক্ষিতে তাদের ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেয় আদালত। পাশাপাশি ৫৩ বছর আগের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। যদিও ১৯২০ সাল থেকেই এএসআই-এর এই প্রমাণ থাকলেও তা কেন এতদিন তুলে ধরা হয়নি আদালতে সেই প্রশ্ন উঠছে। সম্প্রতি রামমন্দির উদ্বোধনের পর এরকম অনেক তত্ত্বই বেরিয়ে আসছে যা একাধিক মামলায় ইসলাম সম্প্রদায় বনাম হিন্দুদের ধর্মস্থানভিত্তিক মামলায় পর্যবসিত হচ্ছে। আর রাজনৈতিক কারণেই মেরুকরণের লক্ষ্য নিয়ে এই সংঘাত জিইয়ে রাখতে উৎসাহ দিচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল।

আত্মসমর্পণের পরই প্যারোলে মুক্ত বিলকিস মামলার ধর্ষক

গুজরাত হাইকোর্টের নির্দেশে

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশের পর বিলকিস বানো মামলার ধর্ষকদের মুক্তির পরও ফিরতে হয়েছিল জেলে। ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও গুজরাতের বিজেপি সরকারের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে বিজেপি সরকার আইনের অপব্যবহারের পাশাপাশি কার্যত তথ্য-জালিয়াতি করেছে বলে মন্তব্য করে সর্বোচ্চ আদালত। তারপরেই মুক্তি পাওয়া ধর্ষকদের আবার জেলে ফেরত যেতে হয়েছিল। কিন্তু এই ইস্যুতে ফের বিতর্ক বেধেছে প্যারোলে ছাড়া পাওয়ার ঘটনা ঘিরে।

জেলবন্দি হওয়ার মাত্র ২ সপ্তাহের মধ্যে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন বিলকিস মামলার এক ধর্ষক প্রদীপ রমনলাল মোধিয়া। গুজরাত হাইকোর্ট তাঁর ৫ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি শ্বশুরের মৃত্যুর পর আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মোধিয়া। সেইমতো তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে আদালতের তরফে। জানা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যের মৃত্যুর কারণ দেখিয়ে বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলার অন্যতম অপরাধী প্রদীপ মোধিয়া গুজরাত হাইকোর্টে ৩০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি চান। এতদিনের ছুটির আবেদন মঞ্জুর না করলেও ৫ দিনের জন্য তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট। ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্যারোলে মুক্ত থাকবেন তিনি। আত্মসমর্পণের ১৫ দিনের মাথায় জেল থেকে বেরিয়ে দাহোদ জেলায় রাধিকাপুরে নিজের গ্রামে ফিরেছেন ওই ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে দাহোদের পুলিশ সুপার বিশাখা জৈন বলেছেন, হাইকোর্ট দোষী মোধিয়াকে প্যারোলে মঞ্জুর করেছে এবং তিনি পাঁচ দিনের জন্য নিজের গ্রামে ফিরেছেন। প্যারোলের শর্ত অনুযায়ী তাঁকে থানায় রিপোর্ট করতে হবে না। প্যারোলের সময় জেলা পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। আশা করি তিনি নিজের থেকেই জেলে ফিরবেন। যদিও এমন স্পর্শকাতর মামলায় গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের যে কোনও ছুতোয় প্যারোলে মুক্তি দেওয়া নিয়ে প্রশাসনিক ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে।

বিরোধী জোট ভাঙতে মোদির পুরস্কার-রাজনীতি

প্রতিবেদন : দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার কি এবার সত্যি সত্যিই শাসকের সংকীর্ণ রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠল? লোকসভা ভোটের আগে পরপর দেশের পাঁচজনকে ভারতরত্ন দেওয়ার ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে এই প্রশ্ন তীব্র হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, তিন দফায় এই পাঁচ প্রাপকের নাম সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে দলিত জাতপাতভিত্তিক রাজনৈতিক অঙ্ক যেমন আছে, তেমনই আছে

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ও চরণ সিং-সহ এবার ভারতরত্ন পাচ্ছেন ৫ জন

সুকৌশলে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে ভাঙন ধরানোর প্রয়াস। প্রশ্ন উঠছে, লোকসভায় তৃতীয়বার জয় নিয়ে মোদি যদি এতই নিঃসংশয় হন তবে বিরোধী জোট ভাঙানোর জন্য এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে কেন তাঁকে?

ভারতরত্নের প্রাপক হিসেবে দুটি নাম ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। বিহারের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও দলিত রাজনীতির পুরোধা কর্পুরী ঠাকুর এবং রাম মন্দির আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। ঘটনা হল কর্পুরী ঠাকুরের নাম মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রাপক হিসাবে ঘোষিত হতেই ইন্ডিয়া জোটের হাত ছেড়ে এনডিএ-তে ফেরেন নীতীশ। এবার ভারতরত্নের জন্য আরও তিনটি নাম ঘোষণা করলেন মোদি। প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ও চৌধুরী চরণ সিং। সেইসঙ্গে সবুজ বিপ্লবের জনক, প্রয়াত কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথন। ১৯৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ঘটে, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ রাও। রামমন্দির নির্মাণে পদক্ষেপের জন্য নরসিংহ রাওকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। এ-ছাড়াও গান্ধী পরিবারের সঙ্গে নরসিংহ রাওয়ের দূরত্ব ছিল, যা নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি। নরসিংহ রাওকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান গান্ধী পরিবারকে খোঁচা বলে মনে করছেন অনেকে। আবার আরেক প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং-কে মরণোত্তর ভারতরত্ন ঘোষণার পরই যেভাবে তাঁর পৌত্র ও আরএলডি প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর ঘোষণা করলেন, তাতে এই পুরস্কার-রাজনীতিই উঠে আসছে। উত্তরপ্রদেশের জাঠ অধ্যুষিত এলাকায় প্রভাবশালী আরএলডি সঙ্গে থাকলে সুবিধা পাবে বিজেপিই।

দেশে একজন ডাক্তার-পিছু ৮৩৪ রোগী, তথ্য পেশ করল কেন্দ্র

সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে

প্রতিবেদন : ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের জনগণনা বন্ধ রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বর্তমান জনবিস্ফোরণের পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে প্রশ্ন করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের আমজনতার চিকিৎসার জন্য কত চিকিৎসক রয়েছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভারতী প্রবীণ পাওয়ার জানান, দেশে ডাক্তার প্রতি রোগীর সংখ্যা আনুমানিক ৮৩৪ জন।

২০২৩ সালেই দেশের সব ডাক্তারকে এক প্ল্যাটফর্মে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। তবে সেই রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের সাথে নিবন্ধিত ১৩,০৮,০০৯ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার রয়েছে দেশে। এছাড়া ৫.৬৫ লক্ষ আয়ুশ ডাক্তার আছে। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এবং আয়ুশ ডাক্তারের ৮০% প্রাপ্যতা ধরে নিলে, দেশে ডাক্তার-জনসংখ্যা অনুপাত ১:৮৩৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই অনুপাতকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুপাতের (১:১০০০) থেকে অনেক ভাল বলে দাবি করেছে। সাংসদের অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধীনে রাজ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলির উপর ভিত্তি করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের স্বাস্থ্য সেবা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা করা হয়। এছাড়াও দুর্গম এলাকা ভাতা প্রদান, কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক প্রণোদনা, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসস্থান এবং পরিবহণ সুবিধা প্রদান, মানবসম্পদ নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অনেকটা ছাড় দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করার জন্য রাজ্যগুলিকে আলোচনার সাপেক্ষে বেতন দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদ-বিধায়কদের গুলি করে মারার হুমকি বিজেপি নেতার!

প্রতিবেদন : বাংলার তৃণমূল সরকারের দেখানো পথে হেঁটেই কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া পাওনার দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে ধরনায় বসেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সহ কংগ্রেস নেতারা। ন্যায্য পাওনার দাবিতে বিরোধীদের ধরনায় বসতে দেখেই ক্ষিপ্ত বিজেপি। কংগ্রেস নেতাদের গুলি করে মারার নিদান দিলেন কর্ণাটকের বিজেপি নেতা কে এস এসওয়ারাপ্পা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশভাগের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বিজেপি নেতা গুলি চালানোর হুমকি দেন। প্রত্যাশিতভাবেই এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার থেকে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তরমন্তরে একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্নায় বসেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। বাংলার মতোই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বকেয়ার দাবিতে ধরনার ডাক দিয়েছে কর্নাটক, কেরল, তামিলনাড়ুর মতো অবিজেপি রাজ্যগুলি। দিল্লিতে বকেয়ার দাবিতে আন্দোলনের নামে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়করাও যোগ দেন। রাজ্যের দাবি আদায়ের আন্দোলনের বিরোধিতা করে মাত্রাছাড়া হুমকি দেন কর্নাটকের বিজেপি নেতা এসওয়ারাপ্পা। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ ডিকে সুরেশ ও বিধায়ক বিনয় কুলকার্নিকে গুলি করার হুমকি দেন বিজেপি নেতা। বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব একটি আইন তৈরি করতে, যেখানে এই ধরনের মানুষদের গুলি করে মারা যাবে। কংগ্রেস সাংসদ ও বিধায়কদের দেশদ্রোহী বলেও আক্রমণ করেন তিনি। প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দেওয়ার পরেও কেন এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন বহু মানুষ। শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে শুক্রবার কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ঘোষণা করেন, এসওয়ারাপ্পার বিরুদ্ধে আইননানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসওয়ারাপ্পার দাবি তিনি আরএসএস-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ওই সংগঠনে কি এ-ধরনের হিংসা ছড়ানোর শিক্ষাই দেওয়া হয়?

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লোকসভা ভোটের আগে আক্ষেপের সুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির গলায়। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, যাঁরা ভাল কাজ করেন, তাঁরা যোগ্য সম্মান পান না, আর যাঁরা খারাপ কাজ করেন, তাঁরা শাস্তি পান না। নির্বাচনের আগে মোদি সরকারের মন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ ইঙ্গিতবাহী বলে চর্চা জাতীয় রাজনীতিতে

প্রেসিডেন্টের দৌড়ে আরও এগোলেন ট্রাম্প

প্রতিবেদন : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পদপ্রার্থী হিসাবে নিজের নাম কার্যত নিশ্চিত করে ফেলতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নেভাডা থেকে ৯৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে যাওয়ার পরই ট্রাম্প সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হয়নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই চারটি রিপাবলিকান ককাসে জিতে গিয়েছেন ট্রাম্প। আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রিপাবলিকান দলের নিয়ম অনুযায়ী, প্রাথমিক নির্বাচন বা দলীয় ককাসের মধ্যে যেকোনও একটিতে লড়তে হয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের। ট্রাম্প আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি প্রাথমিক নির্বাচনে লড়বেন না। যদিও ককাসে লড়াই করা মাত্রই চওড়া হাসি তাঁর মুখে।

ঝুলিতে ৯৭.৬ শতাংশ ভোট

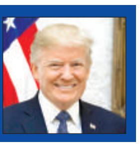

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি। কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর ফলাফল শোচনীয়। বুধবার নেভাডার ককাসে প্রায় ৯৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে অপ্রতিরোধ্য ট্রাম্প। তাঁর এই দুরন্ত গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রায়ান বিঙ্কলের ঝুলিতে মাত্র ২.৪ শতাংশ ভোট। কিন্তু এত কিছুর পরেও ট্রাম্পের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কারণ একাধিক গুরুতর মামলায় জর্জরিত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

দিল্লি আদালতে জামিন রাবড়ি দেবী ও ২ কন্যার

প্রতিবেদন : রেলের জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও তাঁর দুই কন্যার জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি আদালত। শুক্রবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ-এর বিশেষ পিএমএলএ আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দুই কন্যা মিশা ভারতী, হেমা যাদব ও অমিত কাটিয়াল, হৃদয়ানন্দ চৌধুরীকে। তদন্তের সময় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়নি, চার্জশিট পেশের পর তাঁদের জামিনে বাধা কোথায়, ইডির প্রতি প্রশ্ন তুলে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর লোকসভা ভোটের আগে চাপ বাড়াতে বারবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেই ব্যবহার করছে বিজেপি। দেশের বিরোধী সব দলই এই অভিযোগে সরব হয়েছে। সম্প্রতি বিহারে নীতীশ কুমারকে এনডিএ জোটে শামিল করে নেওয়ার পরই লালু প্রসাদের আরজেডি নেতাদের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি।

কোর্টের প্রশ্নের মুখে ইডি

জেলবন্দি হয়েও পাকিস্তানের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ইমরান!

ভোটের ফলে শরিফ-ভুট্টোর চাপ বাড়ল

প্রতিবেদন : একের পর এক দুর্নীতির মামলায় দীর্ঘ কারাদণ্ড। সেইসঙ্গে আরও একাধিক মামলায় জড়িয়ে দিন কাটছে জেলেই। তারপরেও পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে বড় ছাপ ফেললেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। জেলবন্দি হয়েও ভোটে নিজের ক্ষমতা দেখালেন তিনি। এবারের নির্বাচনে তাঁর দলের প্রতীকে কেউই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। বদলে বেগুন প্রতীক নিয়ে নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইমরানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রার্থীরা। ভোটগণনার প্রাথমিক প্রবণতা বলছে, জয়ের নিরিখে এবং নিয়ন্ত্রক হওয়ার মানদণ্ডে এগিয়ে আছেন তাঁরাই। অর্থাৎ নানা মামলায় জেরবার হলেও অটুট ইমরান খানের জনপ্রিয়তা।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর গণনা

শুরু হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির খবর অনুযায়ী, ১২৫ আসনে এগিয়ে রয়েছেন ইমরান খানের প্রার্থীরা। প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়াজ শরিফের পিএমএল-এন প্রার্থীরা এগিয়ে ৪৪টি আসনে। আর বিলাওয়াল ভুট্টো-জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টি এগিয়ে মাত্র ২৮ আসনে। যদিও প্রাথমিক প্রবণতা পরে বদলানোর অবকাশ থাকছে। ৩৩৬ আসনের পাকিস্তান লোকসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৬৯টি আসন। সরকারিভাবে এখনও হাতে গোনা কয়েকটি আসনের বাইরে ফল ঘোষণা করা হয়নি। তবে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ১১ ঘণ্টারও বেশি সময় পর স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টায় প্রথম আসনের ফল ঘোষণা করা হয়। সেই আসনটিতে জয় পেয়েছে পিটিআই। এরপর আরও তিনটি আসনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তার একটি গিয়েছে ইমরানের ঝুলিতে, বাকি দুটি নওয়াজের। লাহোর থেকে জয় পেয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পিএমএল(এন) সভাপতি শেহবাজ শরিফ। তবে পাক সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, জয়ের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সবার আগে রয়েছে ইমরান খানের দলই। অথচ, এবারের নির্বাচনে নওয়াজ শরিফের পিএমএল-এন'ই সবথেকে বেশি আসন জিতবে বলে মনে করা হয়েছিল। এদিন জয়ের আভাস পেতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ইমরান খান। তিনি লিখেছেন, জনগণের ইচ্ছাকে ধ্বংস করে সম্ভাব্য প্রতিটি পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও জনগণ আমাদের ব্যাপক হারে ভোট দিয়ে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। যদিও এর পরেও ভোট লুঠ হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, এখন এই ভোটকে রক্ষা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

হেরে গেলেন বিলাওয়াল

প্রতিবেদন : পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনটি আসনের একটিতে হেরে গিয়েছেন পাকিস্তান পিপল'স পার্টির নেতা ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। লাহোরের এন-১২৭ আসনে পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) প্রার্থী আতাউল্লাহ তারারের কাছে পরাজিত হয়েছেন বিলাওয়াল। এদিকে নির্বাচনের ফলাফল এখনও প্রকাশ হচ্ছে। অল্প কয়েকটি আসনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ইমরান খানের পিটিআই এবং নওয়াজ শরিফের পিএমএল(এন) ও বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পিপিপি দলের মধ্যে। তবে, ভোট গণনার প্রবণতা বলছে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করতে পারেন ইমরান খান। জেলবন্দি ইমরান এবারের ভোটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন বলে মনে করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে ফিরেছিলেন নওয়াজ শরিফ। তাঁর প্রতি সমর্থন রয়েছে পাকসেনার। তারপরেও ইমরানের প্রতি আবেগ ও জনসমর্থন দেখে চাপে শরিফ- বিলাওয়ালরা।

কেন্দ্রের বঞ্চনার জবাব দেবে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, বাংলার মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের সরকার শুধুই বঞ্চনা করেছে, অবহেলা করেছে। এইভাবে বঞ্চনা-অবহেলা করে আগামী লোকসভা ভোটে জিততে পারবে না বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২-এর মধ্যে ৪২ আসন জিতবে। এদিন ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক অশোক দেব, লাভলি মৈত্র, শ্যামল মণ্ডল, জয়দেব হালদার, নমিতা সাহা, মন্টুরাম পাখিরা, বিশ্বনাথ দাস, ফিরদৌসি বেগম ছাড়াও জয়প্রকাশ মজুমদার, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ধরনা কর্মসূচির অষ্টম দিনে ধরনা মঞ্চ গর্জে ওঠে বিজেপির বঞ্চনার বিরুদ্ধে। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মিত্র বলেন, একটা মহম্মদ বিন তুঘলক দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রধানমন্ত্রী আগে দেখা যায়নি। যা ইচ্ছে তাই করছে, সংসদে আইন পাশ করে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রহীন করার চক্রান্ত করছে। বিধায়ক লাভলি মৈত্র বলেন, বিজেপি ১০০ শতাংশ নারীসুরক্ষার কথা বলে। ভুলে যায় হাথরস, উন্নাও, মণিপুরের ঘটনা। বিজেপিশাসিত রাজ্যে বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে নারীর সম্মান। তাই নারীসুরক্ষার কথা ওঁদের মুখে মানায় না। বিজেপি মন্ত্রীর ছেলে দামি চার চাকায় পিষে মারে কৃষককে। ঈশ্বরও ক্ষমা করবে না ওঁদের। তৃণমূলের যুব ছাত্রনেত্রী রাজন্য হালদার বলেন, ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পায়। ওরা মনে করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে দিল্লির গদি কেঁপে যাবে। বিকেলের দিকে ধরনা মঞ্চে আসেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও বিধায়ক নির্মল ঘোষ। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কল্পতরু বাজেট তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনে এই বাজেট গোটা দেশকে পথ দেখাবে। আজ, শনিবার রেড রোডে ধরনায় বসবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

গন্ডগোলে জড়িতদের রেয়াত নয় : এডিজি

(প্রথম পাতার পর)

সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দুই সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার এবং প্রতিমা মণ্ডল। শুক্রবার।

মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাংলাকে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে বিজেপি এবং সিপিএম এই গন্ডগোলে উসকানি দিয়েছে। পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য, সন্দেশখালির ১৪টি অঞ্চলের মধ্যে একটি অঞ্চলে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা চলছে। মূলত সিপিএম প্রভাবিত পঞ্চায়েত এলাকা। বিজেপির সঙ্গে সিপিএম গোপনে হাত মিলিয়ে সেখানে উসকানি দিচ্ছে। তবে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে পুলিশ। তাঁর কথায়, ১০০ দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাম-বামেরা রাজ্যে অশান্তি পাকিয়ে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। কিন্তু আসলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে ওরা। এভাবে স্তব্ধ করা যাবে না কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের কথায়, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২১ লক্ষ মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন তাঁদের প্রাপ্য টাকা। এতেই গাত্রদাহ হচ্ছে ওদের।

কলকাতা রঙ্গমঞ্চের আয়োজনে ৮ ফেব্রুয়ারি নলিনী গুহ সভাঘরে শুরু হয়েছে 'সারা বাংলা শ্রুতি নাটক উৎসব'। উদ্বোধন করেন নাট্যকার চন্দন সেন। আজ শেষ দিন

মহানগরে প্রশংসিত জেলা

সাজাহান নাটকের একটি দৃশ্য

জমে উঠেছে ত্রয়োবিংশ 'নাট্যমেলা'র কলকাতা পর্যায়। মহানগরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হচ্ছে জেলার বিভিন্ন দলের নাটক। ভিড় জমাচ্ছেন নাগরিক দর্শকরা। অভিনন্দিত করছেন। কথা হচ্ছে নাটক নিয়ে। ঘটছে ভাবের আদানপ্রদান। রাজ্য সরকারের নাট্যমেলা ঘুরে এসে লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

বদলেছে ছবি

থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়। বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। অভিনয় বিশেষ পছন্দ ছিল তাঁর। নিয়মিত দেখতে যেতেন। বিশেষত গিরিশচন্দ্র ঘোষের পালা। গত দেড়শো বছর ধরে বাংলা রঙ্গমঞ্চ বহু ইতিহাসের সাক্ষী। গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। পেশাদারি থিয়েটারের জায়গা নিয়েছে গ্রুপ থিয়েটার। একটা সময় থিয়েটার আবদ্ধ ছিল মূলত কলকাতার মধ্যে। আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এই রাজ্যে প্রায় প্রতিটি জেলায় গড়ে উঠেছে একাধিক নাট্যদল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ করছেন থিয়েটার চর্চা। চোখে পড়ছে নিষ্ঠা। দলগুলো ঘটাচ্ছে বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ। কোথাও কোথাও আয়োজিত হচ্ছে নাট্যমেলা, উৎসব। আগে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। বর্তমানে মিলছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২৩ বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে নাট্যমেলা।

একটা সময় পর্যন্ত এই আয়োজন ছিল মহানগর কেন্দ্রিক। নাটক মঞ্চস্থ হত রবীন্দ্রসদন-সহ কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে। তবে ২০১১-র পর বদলেছে ছবি। এখন নাট্যমেলা কলকাতার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন জেলায়।

পুতুল নাটকের দৃশ্য

দুটি পর্যায়ে ২৪২ নাটক

এই মুহূর্তে কলকাতায় চলছে ত্রয়োবিংশ নাট্যমেলা। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। ৩ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রসদনে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, নাট্য ব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতি দেবশংকর হালদার, সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌশিক বসাক, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব দেবকুমার হাজরা প্রমুখ। প্রথম নাটক ছিল অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'দায়বদ্ধ'। প্রযোজনায় নৈহাটি ব্রাত্যজন নাট্যদল। রবীন্দ্রসদন, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়াম, তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে মঞ্চস্থ হচ্ছে বিভিন্ন দলের নাটক। আয়োজন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব দেবকুমার হাজরা জানান, এবারের নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুটি পর্যায়ে। জেলা পর্যায় এবং কলকাতা পর্যায়। জেলা পর্যায়ের নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১০টি জায়গায়। ৯টি জায়গায় ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। সেগুলো হল মালদহ, শিলিগুড়ি, দিনহাটা, রঘুনাথগঞ্জ, সিউড়ি, বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঘাটাল, কৃষ্ণনগর। বাকি আছে ডায়মন্ডহারবার।

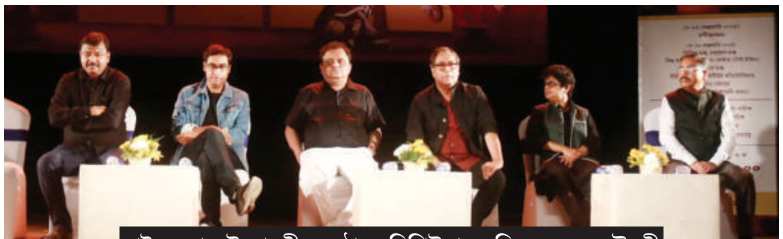

নাট্যমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টরা। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

অনুষ্ঠিত হবে ১৬-২০ ফেব্রুয়ারি। বর্তমানে চলছে কলকাতা পর্যায়ের নাট্যমেলা। সবমিলিয়ে দুটি পর্যায়ে মঞ্চস্থ হচ্ছে ২৪২টি নাটক। দারুণ সাড়া পাওয়া গেছে জেলায়। প্রায় প্রতিটি শো হাউসফুল। কলকাতাতেও দর্শক সমাগম হচ্ছে ভালই।

শতবর্ষে আলোর কবি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকসম্পাত শিল্পী তাপস সেন। আমৃত্যু তিনি তাঁর আলোর ছটায় শুধু বাংলা থিয়েটার বা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ নয়, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করেছেন। আলোক বিজ্ঞানকে নিয়ে গেছেন শিল্পের স্তরে। তিনি আসলে আলোর কবি। তাঁর আলোক প্রয়োগকুশলতায় স্মরণীয় হয়ে গেছে 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'রাজা', 'রাজা অয়দিপাউস', 'পুতুলখেলা', 'অঙ্গার', 'ফেরারি ফৌজ', 'কল্লোল', 'ছেঁড়া তার', 'দশচক্র', 'সেতু', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটক। চলছে তাঁর জন্মশতবর্ষ। কলকাতা পর্যায়ের নাট্যমেলার প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়েছে তাঁকে স্মরণ করেই। গবেষণা এবং ডিজাইন করেছেন শোভন তরফদার। গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখছেন বহু মানুষ। জানাচ্ছেন ভাললাগার কথা।

ঘটছে ভাবের আদানপ্রদান

কলকাতার দলগুলো যাচ্ছে জেলায়। জেলার দলগুলো আসছে কলকাতায়। গত কয়েক বছরে এইভাবেই এগোচ্ছে নাট্যমেলা। সেইমতো এবারের কলকাতা পর্যায়ে দর্শকরা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন মূলত বিভিন্ন জেলার নাটক। কয়েকটি প্রযোজনা রীতিমতো চমকে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, মহানগরের থেকে জেলা কিন্তু পিছিয়ে নেই। নাগরিক দর্শকরা ভিড় জমাচ্ছেন। অভিনন্দিত করছেন জেলার দলগুলোকে। কথা হচ্ছে নাটক নিয়ে। ঘটছে ভাবের আদানপ্রদান। রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ হচ্ছে ১৭টি নাটক। ১৩টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের, ৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ হচ্ছে ৩৬টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। মধুসূদন মঞ্চে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক ১৩টি, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ৪টি। গিরিশ মঞ্চে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক ৯টি, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ১৫টি। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়মে মঞ্চস্থ হচ্ছে ৩৬টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক ৬টি, স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক ১৮টি। তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে মঞ্চস্থ হচ্ছে ৩টি পুতুল নাটক, ২টি পথনাটক, ৪টি মূকাভিনয়, ১টি অন্তরঙ্গ নাটক। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মধ্যে রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ হয়েছে দক্ষিণ দমদম সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের 'বাদাবন'। নির্দেশনায় পৃথ্বীশ রানা। নাটকটি উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে গোবরডাঙা রূপান্তরের 'কণিষ্ক'। পরিচালনায় ছিলেন অতনু পাল। দর্শক সমাগম ছিল ভালই। কল্যাণী উদয়ন নাট্যগোষ্ঠী মধুসূদন মঞ্চে মঞ্চস্থ করেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'সাজাহান'। নির্দেশনায় তীর্থঙ্কর চন্দ। সাজাহান চরিত্রে অভিনয় করেন কল্যাণী পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ রায়চৌধুরী। দেখেছেন বহু মানুষ। বেশ কয়েকটি দল প্রথমবার অংশ হল এই আয়োজনের। পুরনো দলগুলোর পাশাপাশি নতুন দলগুলোও প্রশংসা পাচ্ছে। মনোজ্ঞভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মেলাপ্রাঙ্গণ। পাওয়া যাচ্ছে নাটকের বই। সবমিলিয়ে জমে উঠেছে কলকাতা পর্যায়ের নাট্যমেলা। চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

পথনাটক

মাঠে ময়দানে
10 February, 2024 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতে এলেন প্রাক্তন ম্যান ইউ কোচ ওলে গানার সোলসার

ক্রীড়ামন্ত্রীর বাজেট-ধন্যবাদ

প্রতিবেদন : রাজ্য বাজেটে ক্রীড়াক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলার পদকজয়ী অ্যাথলিটদের জন্যও চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বাজেট-বিবৃতিকে উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাজেট বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং সকল জাতীয় আন্তর্জাতিক গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সকল সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ীদের, পদকের শ্রেণি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী, পুলিশ প্রতিষ্ঠানে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের পদ পর্যন্ত এবং অন্যান্য সরকারি দফতরে সরকারি চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।''

সামনে আইজল

প্রতিবেদন : আই লিগে টানা এগারো ম্যাচ পর প্রথম হেরেছে মহামেডান। রিয়াল কাশ্মীরের কাছে হারের পর এখনও লিগ শীর্ষেই সাদা-কালো শিবির। শনিবার আইজলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ ডেভিড লাললানসাঙ্গাদের। কাশ্মীর ম্যাচ ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চায় মহামেডান।

আজ সামনে ভঙ্গুর হায়দরাবাদ
ডিফেন্স নিয়েই যত চিন্তা মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : আইএসএলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এবার মরশুমটা দারুণভাবে শুরু করেও পথ হারায় মোহনবাগান। টিডি থেকে কোচের হটসিটে ফেরা অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ডার্বি দিয়ে আইএসএলের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছেন দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। আইএসএলে শেষ চার ম্যাচে জয় আসেনি মোহনবাগানের। জয়ের খোঁজে আজ শনিবার যুবভারতীতে নামছে হাবাসের দল। প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি লিগের লাস্টবয় থেকে প্রথম জয়ের খোঁজে।

ফিরছেন আশিস।

আর্থিক সমস্যায় হায়দরাবাদের দলটাই ভেঙে গিয়েছে। ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার জোয়াও ভিক্টর ছাড়া আর কোনও বিদেশি নেই দলে। থাংবোই সিংটোর কোচিংয়ে জুনিয়রদের নিয়েই তারা লড়াই করছে। মোহনবাগান এখনও লিগে পাঁচ নম্বরেই রয়েছে। ১১ ম্যাচে পয়েন্ট ২০। জয়ের খোঁজে থাকা সবুজ-মেরুন শিবির হায়দরাবাদের তরুণ ব্রিগেডকে বেশ সমীহই করছে। কারণ, নিজেরাও যে স্বস্তিতে নেই। বিশেষ করে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা বেশি। ডার্বিতে দু'বার পিছিয়ে পড়ে সমতা ফিরিয়েছে মোহনবাগান। গত কয়েকদিন রক্ষণ মেরামতিতে ব্যস্ত ছিলেন হাবাস। ডার্বিতে চোট পেয়ে আগামী কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না দুই ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও ব্রেন্ডন হ্যামিল। তবে চোট সারিয়ে ফিট লেফট ব্যাক আশিস রাই। তাঁর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কার্ড সমস্যায় হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না আর্মান্দো সাদিকু, দীপক টাংরিও। সাসপেনসনে থাকায় লিস্টন কোলাসো এই ম্যাচেও নেই। ফলে জয়ের খোঁজে থাকা মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচকে নানা অঙ্ক তৈরি রাখতে হচ্ছে।

ম্যাচের আগের দিন দিমিত্রিদের কোচ বুঝিয়ে দিলেন, 'নেই' নিয়ে ভাবার সময় নেই। হাবাস বললেন, ''হায়দরাবাদের তরুণরাও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। কোনও দলকে দুর্বল ভাবা উচিত নয়। আমরা পেশাদার। কে আছে, কে নেই ভেবে অজুহাত দিতে চাই না। সেরা একাদশই খেলবে। ঘরের মাঠে ৩ পয়েন্ট পেতে হবে। জানি, দল খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতে পরিশ্রম ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।'' মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা অনিরুদ্ধ থাপা বলেন, ''হায়দরাবাদের তরুণরা নিজেদের প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু আমাদের জিততেই হবে।''

নর্থইস্টকে হারাতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

এলেন ব্রাউন। সঙ্গে ক্লেটন।

প্রতিবেদন : সুপার কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গলের সামনে সুযোগ আইএসএলে নিজেদের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা আনার। শনিবার বিকেলে গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ক্লেটন সিলভাদের। চোট ও কার্ড সমস্যায় সাউল ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তীকে পাবে না কার্লেস কুয়াদ্রাতের দল। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ক্রেসপো প্রায় একমাস মাঠের বাইরে। চোট সারিয়ে হরমনজ্যোত খাবরা দলের সঙ্গে সদ্য যোগ দিয়েছেন। এই দু'জনকে কলকাতায় রেখে শুক্রবার বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছল ইস্টবেঙ্গল।

স্বস্তির ব্যাপার, জার্মান বংশোদ্ভূত কোস্টারিকান স্ট্রাইকার ফেলিসিও ব্রাউন শুক্রবার ভারতে চলে এসেছেন। গুয়াহাটিতে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। পরের মুম্বই ম্যাচে খেলতে পারেন ব্রাউন। আপাতত শনিবারের ম্যাচে ভিক্টর ভাস্কুয়েজকে নিয়ে কুয়াদ্রাতের হাতে চার বিদেশিই। সদ্য দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া বার্সেলোনার প্রাক্তন মিডিও ভিক্টরের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে। গত ডিসেম্বরে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরের মাঠে নামার আগে চারটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষে পাঁচ নম্বর ম্যাচে দুর্দান্তভাবে জয়ে ফেরে কুয়াদ্রাতের দল। সেরা ছয়ে প্রবেশ করতে হলে শনিবার সেই নর্থইস্টের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া উপায় নেই লাল-হলুদের।

আইএসএলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে নর্থইস্ট। অন্যদিকে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ন'নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাত বলেছেন, ''আমরা নিজেদের পরিকল্পনা বজায় রাখব। আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে আমাদের। প্লে-অফের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা অনেক কিছু করছি। কিন্তু আমাদের ভুল কম করতে হবে।''

শচীনের সেঞ্চুরি, চাপে বাংলা

অভিষেক হল রনজ্যোতের। টুপি তুলে দিলেন নেতা মনোজ।

প্রতিবেদন : তিরুবনন্তপুরমে কেরলের সামনে প্রথম দিনেই ব্যাকফুটে বাংলা। দিনের শেষে কেরল চার উইকেটে ২৬৫। শচীন বেবি (১১০) এবং অক্ষয় চন্দ্রন (৭৬) অপরাজিত রয়েছেন। ইডেনে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বোলিং ব্যর্থতাই বাংলার নক আউটের স্বপ্নে ধাক্কা দিয়েছিল। ফের সেই বোলিংয়েই দৈন্যতা দেখা গেল শুক্রবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মাঠে। কেরলের বিরুদ্ধে বোনাস-সহ সাত পয়েন্ট পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য বাংলার। কিন্তু সেই সম্ভাবনা শুরুতেই পিছু হটছে।

এই দলে একাধিক বদল এনেছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বাংলা যেটাকে বলছে পূর্ণ শক্তি। দলে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শাহবাজ আহমেদ এবং আকাশ দীপ এসেছেন। অভিষেক হয়েছে রনজ্যোত সিং খাইরার। তবে স্পিন সহায়ক উইকেটে শাহবাজ সহ দুই স্পিনারকে নামিয়েও আখেরে বাংলার কোনও লাভ হল না। কেরলের রোহন কুন্নুম্মালকে (১৯) ফিরিয়ে প্রথম উইকেটটি তুলে নেন সিমার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। আকাশ দীপ, অঙ্কিত মিশ্র এবং শাহবাজের সংগ্রহ একটি করে উইকেট। শাহবাজের বলে কেরলের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে ফেরানো গেলেও জলজ সাক্সেনা (৪০) ও শচীনের জুটিতে দিশাহারা ছিলেন বাংলার বোলাররা। পরে অক্ষয় এসে শচীনের সঙ্গে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। তৃতীয় সেশনে কোনও উইকেটই তুলতে পারেননি বাংলা। তাই দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বিপক্ষের উইকেট দ্রুত তোলা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না বঙ্গ শিবির। কেরল যত এগোবে, ততই চাপ বাড়বে বাংলার।

সিরিজে অন্তত তিনটি টেস্ট

লন্ডন, ৯ ফেব্রুয়ারি : এমসিসি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটি অন্তত তিনটি টেস্টের সিরিজের সুপারিশ করেছে। পরের সূচি থেকেই এটি প্রয়োগ করা হবে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দু'টি করে টেস্ট হয়েছে। যাতে সিরিজের ফয়সালা না হওয়ায় ক্রিকেটপ্রেমীরা হতাশ হয়েছেন। আইসিসি এক বার্তায় বলেছেন, দু'টি অসাধারণ সিরিজ শেষ হওয়ার পর সদস্যরা বৈঠকে বসেছিলেন। মাঠে অনেক দর্শক এসেছেন। কিন্তু আরও একটি টেস্ট না থাকায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। তাই ভবিষ্যতে ট্যুর প্রোগ্রামে তিনটি টেস্টের কথা বলা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলের ৭ গোল

প্রতিবেদন : কলকাতা হকি লিগে আদিবাসী ক্লাবের বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। নভজোৎ সিং, মাহাকদীপ সিং লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন। সতভির সিং, রজত এবং সুনীল একটি করে গোল করেন। ম্যাচে আগাগোড়া দাপট ছিল লাল-হলুদের। শনিবার হকি লিগে নামছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান।

এবার অলিম্পিক আরও কঠিন: সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : হাঁটুর চোট সারিয়ে মালয়েশিয়ায় এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে নামছেন পি ভি সিন্ধু। তবে তাঁর পাখির চোখ কেবলমাত্র প্যারিস অলিম্পিক। ভারতের তারকা মনে করেন, রিও কিংবা টোকিও অলিম্পিকের থেকেও প্যারিস অলিম্পিক আরও বেশি কঠিন হতে চলেছে। যেখানে প্রতিযোগীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হতে হবে বেশি। সিন্ধু এটাও জানান, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তিনি নিজেকে স্মার্ট করে তোলার দাওয়াই মেনে চলছেন। এক সাক্ষাৎকারে অলিম্পিকে দু'বারের পদক জয়ী সিন্ধু বলেছেন, "২০১৬ ও ২০২০ সালের অলিম্পিকের থেকে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক অনেক আলাদা। অনেক কঠিন। তাই এই পরিবেশে লড়াইয়ের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে স্মার্ট করে তোলা বড্ড প্রয়োজন। আমি এখন সেটাই করছি।" টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ও যে খুব সহজ ছিল না তা স্বীকার করে সিন্ধু বলেছেন, "সেমিফাইনালে হারের পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ব্রোঞ্জ পেয়েছিলাম আমি। লড়াইটাও কঠিন ছিল। সেসময় আমার দুঃখ পাওয়া উচিত নাকি আনন্দ, সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।" সিন্ধু আরও বলেছেন, "আমার সাপোর্ট স্টাফরা সকলেই নতুন। যাঁরা প্রতিমুহূর্তে আমায় সাহায্য করছেন। আগামী কয়েক মাসে আমি যে জায়গাতে পৌঁছব সেখানেও তাঁরা আমার পাশে থাকবেন।"

আইফেল টাওয়ারের ধাতু দিয়ে তৈরি অলিম্পিক পদক। এভাবেই বড় চমক প্যারিস অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের

উদয়দের সামনে হ্যাটট্রিকের সুযোগ

নমনের আইডল বুমরা

বেনোনি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ। ২০১২ ও ২০১৮ সালের পর আরও একবার অস্ট্রেলিয়া বধের সুযোগ ভারতের সামনে। উদয় সাহারানের দল সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে কিনা সেটাই দেখার। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত সবসময় ফেভারিটের তালিকায় থেকেছে। এখনও পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্বকাপ খেতাব ঘরে তুলেছে ভারত। গতবারও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতের যুবরা। ২০১২ সালে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে উন্মুক্ত চাঁদের ভারত ছয় উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বজয় করেছিল। ২০১৮ ফাইনালেও পৃথ্বী শয়ের ভারত আট উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্ট থেকেই উঠে এসে ভারতের জাতীয় দলে অভিষেক ঘটান শুভমান গিল। চলতি বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্ব থেকে নক আউট পর্যন্ত ভারত অপ্রতিরোধ্য থেকেছে। তাই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ভারতের কাছে হ্যাটট্রিকের সুযোগ যেমন থাকছে, তেমনি কাইফ, বিরাট, উন্মুক্ত, পৃথ্বী এবং ধুলের বুটে পা গলিয়ে ছ'নম্বর খেতাব জয়েরও সুযোগ থাকছে। ভারতীয় যুব দলের পেসার নমন তিওয়ারি জানিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরা তাঁর আদর্শ। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে বুমরার কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছেন তিনি। নমন বলেছেন, "বুমরার বোলিংয়ের প্রচুর ভিডিও দেখেছি। এনসিএতে ইর্য়কার নিয়ে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন।"

নিশঙ্কার ২১০

পাল্লেকেলে : শ্রীলঙ্কার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ান ডে-তে ডাবল সেঞ্চুরি করে ইতিহাসে নাম লেখালেন পাথুম নিসঙ্কা। ভাঙলেন সনৎ জয়সূর্যের সর্বোচ্চ ১৮৯ রানের রেকর্ড। মাঠে বসেই নিসঙ্কার কীর্তি দেখলেন জয়সূর্য। পাল্লেকেলেতে শুক্রবার ছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে। ১৩৯ বলে অপরাজিত ২১০ রানের ইনিংস খেলেন নিসঙ্কা। নিসঙ্কার ব্যাটিং বিক্রমে শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৮১ রান করেছে।

তারুণ্যের জোয়ারে ভাসছেন টেন হ্যাগ

ম্যান ইউয়ের এই তরুণরাই এখন ভরসা টেন হ্যাগের।

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোটা মরশুমে তাঁর ক্লাবের পারফরম্যান্স তেমন বলার মতো নয়। কিন্তু এরিক টেন হ্যাগ তাঁর দলের জুনিয়রদের নিয়ে সন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন এই তরুণরা সিনিয়রদের সঙ্গে মিলে ইতিমধ্যেই চমৎকার ফুটবলের নমুনা পেশ করেছেন।

ডেনমার্কের ফরওয়ার্ড রাসমুস হোজল্যান্ড (২১), আর্জেন্টিনার উইঙ্গার আলেজান্দ্রো গারনাচো (১৯) ও ইংলিশ মিডফিল্ডার কোবি মাইনো (১৮) বেশ কিছুটা সাড়া ফেলে দিয়েছেন। রেড ডেভিলসের জেতার পিছনে এদের অনেক অবদান থাকছে। প্রিমিয়ার লিগে রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড খেলবে অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে। তার আগে ম্যান ইউ ম্যানেজারের বক্তব্য হল, আমি প্রথম থেকেই বলেছিলাম এই তরুণদের মধ্যে খেলা রয়েছে। ওদের মধ্যে ভাল করার খিদেও রয়েছে। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়ার সময়। গত কয়েকটি ম্যাচে এই ছেলেরা ম্যাচের মধ্যে অসাধারণ কিছু নৈপুন্য দেখিয়েছে। যেমন এভার্টনের বিরুদ্ধে গারনাচোর গোল। এই খেলাকেই এবার হাই লেভেলে তুলে ধরতে হবে।

টেন হ্যাগ এই প্রসঙ্গে রবিবারের অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের কথা টেনে এনেছেন। তিনি মনে করেন হাই লেভেল ম্যাচ মানে এরকম কোনও ম্যাচ। এই মাপের ম্যাচে ভাল খেলতে পারলে এই তরুণদের নিয়ে পরবর্তী ধাপের কথা ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া কাসেমিরো, ব্রুনো ফার্নান্ডেজের মতো সিনিয়র প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলতে পারলে এমনিতেই খেলা খুলে যাবে তরুণদের। তাঁর কথায়, এই তরুণরা এনার্জি নিয়ে মাঠে নামছে। তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা মিশে গেলে সেটা দারুণ ব্যাপার হবে। ছেলেদের মধ্যে আরও ভাল করার খিদে তৈরি হয়ে যাবে।

মেসি-হীন ম্যাচে ক্ষমা চাইল দল

মায়ামি, ৯ ফেব্রুয়ারি : লিওনেল মেসিকে হংকংয়ে প্রদর্শনী ম্যাচে না খেলানোর ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে নিল ইন্টার মায়ামি। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকাকে মাঠে নামাতে না পারার কারণও লিখিত বিবৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে আমেরিকার মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি। ম্যাচটি আয়োজনের জন্য বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছিল হংকং সরকার। ফ্রেন্ডলির আয়োজক ট্যাটলার এশিয়ার সঙ্গে সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল অন্তত ৪৫ মিনিট খেলবেন মেসি। কিন্তু সেটা না হওয়ায় গত সপ্তাহে ম্যাচের পরই সমর্থকদের আবেগ, হতাশার গুরুত্ব তুলে ধরে ইন্টার মায়ামির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল হংকং সরকার। চুক্তির টাকা ফেরতেরও দাবি জানানো হয়। মেসির ক্লাব বিবৃতিতে দাবি করেছে, তাঁদের সেরা খেলোয়াড়কে মাঠে না নামানোর সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তে নেওয়া। তারা লিখেছে, ''শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত যে হংকংয়ের সমর্থক, ম্যাচের আয়োজক ও সম্প্রচার সংস্থার জন্য হতাশার কারণ হয়েছে, সেটা আমরা মানছি। আমাদের এটা জানিয়ে রাখাও জরুরি যে, চোট-আঘাত সুন্দর খেলাটির একটি অংশ। আমাদের কাছে খেলোয়াড়দের সুস্থতা সবার আগে।'' ভবিষ্যতে হংকং যদি ইন্টার মায়ামিকে আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে তারা আবার সেখানে যেতে চায় বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে মেসিদের ক্লাব।

মাঠে ফিরলেও জয় অধরা রোনাল্ডোর।

মেসি-মেসি শুনেই ক্ষিপ্ত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৯ ফেব্রুয়ারি : চোট সারিয়ে এক মাস পর মাঠে ফিরলেন, বারবার মেজাজও হারালেন। দলকেও জেতাতে পারেননি। বৃহস্পতিবার রাতে রিয়াধের কিংডম এরিনায় আল নাসের ও আল হিলালের মধ্যে সিজন কাপ ফাইনালে এভাবেই চর্চায় ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ম্যাচে নেইমারদের ক্লাব আল হিলাল ২-০ গোলে রোনাল্ডোদের আল নাসেরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ম্যাচ শুরুর আগে কিংডম এরিনা আলোকিত করেন পেশাদার রেসলিংয়ে সর্বকালের সেরাদের একজন মার্ক উইলিয়াম ক্যালাওয়ে। পেশাদার রেসলিংয়ে তিনি 'দ্য আন্ডারটেকার' নামে পরিচিত। কিংবদন্তি রেসলার যখন ট্রফি উঁচিয়ে মাঠে ঢুকছিলেন, তাঁর দিকে মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন রোনাল্ডো। কিন্তু ম্যাচের ৯০ মিনিটের লড়াইয়ে পর্তুগিজ তারকাকে এই মেজাজে পাওয়া যায়নি। বরং বারবার মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছে। সারাক্ষণ মাঠে থেকেও গোল করা কিংবা সুযোগও সেভাবে তৈরি করতে পারেননি। গ্যালারি থেকে সিআর সেভেনকে উদ্দেশ্য করে 'মেসি-মেসি' স্লোগান তুলছিলেন দর্শকরা। পর্তুগিজ সুপারস্টার মেজাজ হারিয়ে দর্শকদের দিকে হাত উঁচিয়ে পাল্টা জবাবে বলেছেন, ''আমি ক্রিশ্চিয়ানো, মেসি নই।''

ম্যাচ শেষেও মেজাজ হারিয়েছেন রোনাল্ডো। মাঠে আল হিলালের খেলোয়াড়রা আল নাসেরের খেলোয়াড়দের গার্ড অব অনার দেওয়ার সময় এক মাঠকর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে। এরপর ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে তাঁর শেষ কাণ্ডটিও বিতর্কিত। রোনাল্ডোর দিকে জার্সি ছুঁড়ে মারেন আল হিলালের এক সমর্থক। পর্তুগিজ তারকা নিজের ঊরুসন্ধিতে ঘষতে ঘষতে ভিতরে ঢুকে যান।

সব ম্যাচে ছক্কা মারুক ধোনি

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : আইপিএল ঢাকে কাঠি পড়তে কয়েক সপ্তাহ বাকি। কিন্তু দামামা বাজতে শুরু করেছে। সুনীল গাভাসকর বলেছেন, তিনি সব ম্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটে ছক্কা দেখতে চান।

অনেকের ধারণা আইপিএলে এটাই শেষ বছর সিএসকে অধিনায়কের। তবে ধোনি নিজে কিছু বলেননি। ২০২৩-এ ধোনি ১২টি ইনিংসে ১০টি ছক্কা-সহ ১০৪ রান করেছিলেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৮২.৪৫। গাভাসকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি এবারের আইপিএলে ধোনির কাছে কী প্রত্যাশা করেন। জবাবে সানি বলেছেন, প্রত্যেক ম্যাচে একটা করে ছক্কা চাই। ছয় মানে ছক্কা। ও যতবার ব্যাট করতে আসবে, ততবার একটা ছক্কা। তার

ব্যাট করুক উপরে : সানি

মানে ১৪ ইনিংসে ১৪টা ছক্কা। তাহলেই পয়সা উসুল হয়ে যাবে। তবে ধোনি যদি আরও বেশি ছক্কা মারে, তাহলে তো আরও ভাল।

ধোনির আরও উপরে ব্যাট করা উচিত কিনা প্রশ্ন করা হলে প্রাক্তন ওপেনার জানান, ধোনির সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে ঘণ্টা দুয়েক কথা হয়েছিল। ও কিন্তু এই দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়েই ছিল। তাই অস্ত্রোপচারের পর যে ব্যথাটা থাকে, সেটা দেখতে পাইনি। ওকে বেশ স্লিম লাগল। এই আইপিএল খুব স্পেশাল হতে যাচ্ছে। আমি চাই যে ধোনি উপরে ব্যাট করুক। গতবার আইপিএলের পর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন ধোনি। গাভাসকর বলেছেন, সিএসকে সেমিফাইনালে যাবেই। সেটা নিলাম দেখেই মনে হয়েছে। গতবার ওদের বোলিং কমা ছিল। আমবাতি রায়াডু অবসর নেওয়ায় ব্যাটিংয়েও তার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এবার সব ঠিক হয়েছে।

বুমরার বিকল্প নেই: স্টেইন

কেপটাউন, ৯ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরার ভূয়সী প্রশংসা করলেন ডেল স্টেইন। যিনি জানিয়ে দিলেন, একভাবে ইয়র্কার দিয়ে বিপক্ষের উইকেট তুলে নেওয়ার দক্ষতা এইমুহূর্তে বুমরা ছাড়া আর কারোর নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন স্পিডস্টার বলেছেন, "টেস্ট ম্যাচে নিয়মিত উইকেট নেওয়া সিমারদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন রয়েছে এখন। ট্রেন্ট বোল্ট, মিচেল স্টার্ক এবং বুমরা। এঁদের মধ্যে টানা ইয়র্কার ছুঁড়ে উইকেট নেওয়ার বিরল ক্ষমতা একমাত্র আছে বুমরার। দারুণ বোলার ও। ভারতের মতো ঘূর্ণি পিচে টেস্টে পেসারদের সফল হওয়া সহজ নয়।" স্টেইন আরও বলেছেন, "ভারতীয় ক্রিকেটারদের এমনিতে চাপ বেশি থাকে। সারা বছর ধরে প্রচুর ক্রিকেট খেলে ভারত। তাই সবসময় বুমরাকে দরকার। বুমরার এই উত্থানে যাবতীয় প্রশংসা কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটেরই প্রাপ্য।" চলতি সিরিজে সবথেকে বেশি চর্চা হচ্ছে বিরাট কোহলির না থাকা নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিরাটের পাশে থেকেছেন স্টেইন। তিনি বলেছেন, "একটা মানুষ বহু বছর ধরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে, বিশ্বকাপ জিতেছে, সাফল্যের সঙ্গে অধিনায়কত্বের ভার সামলেছে। পরিবারকেই ওর প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।"

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 February, 2024 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

তিনি অধিনায়ক। দলেও ছিলেন। কিন্তু টস করতে গেলেন ওয়ার্নার। কোভিড হওয়ায় এই বিপত্তি মার্শের। তিনি সেলিব্রেশনেও থাকেননি

শ্রেয়সের চোট, সিরিজেই অনিশ্চিত

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাকি তিন টেস্টের দল গড়তে গিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। বিরাট কোহলিকে নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিলই। অপেক্ষাও ছিল। এবার তার সঙ্গে জুড়ে গেল শ্রেয়স আইয়ারের চোট। শোনা যাচ্ছে বাকি তিন টেস্টে মুম্বই ব্যাটারকে পাওয়া যাবে না।

শ্রেয়স নিজেই পিঠ ও কুঁচকির সমস্যার কথা জানিয়েছেন বলে খবর। এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি তিন টেস্টে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে না বলেই খবর। আবার এমনও শোনা গিয়েছে যে, খারাপ ফর্মের জন্য শ্রেয়স এমনিতেই দলে আসতেন না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ ও বিশাখাপত্তনম টেস্টে শ্রেয়স খেললেও রান পাননি। তাঁর সেট হয়ে উইকেট দিয়ে আসার ঘটনায় অনেকেই বিরক্ত। শ্রেয়সকে এখন এনসিএতে চোটের পরিচর্যা করতে হবে।

শুক্রবার রাতে এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণা হয়নি। নির্বাচকরা কয়েকজনের ফিটনেস রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন বলে খবর। কে এল রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা দলে ফিরতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা বিরাটের সঙ্গেও কথা বলে নিতে চান।

শ্রেয়সের চোট কয়েকজনের জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। রজত পাতিদার প্রথম দুই টেস্টে দলে ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় টেস্টে খেললেও রান পাননি। এই আবহে পাতিদার দলে টিকে যেতে পারেন। আলোচনায় রয়েছে হনুমা বিহারি ও মায়াঙ্ক আগরওয়ালের নামও।

দুই টেস্টের পর সিরিজের ফল আপাতত ১-১। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে রাজকোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি। বাকি দুটি টেস্ট হবে রাঁচি ও ধর্মশালায়। বেন স্টোকসরা আবার আবুধাবি ফিরে গিয়েছেন। সিরিজের আগে সেখানেই তাঁরা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

ভুল তথ্য, ক্ষমা চাইলেন এবি

প্রতিবেদন : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বিরাট কোহলি না খেলায় ক্রিকেটপ্রেমীরা হতাশ হয়েছেন। বাকি তিন টেস্টেও তাঁর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বিরাটের স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার তত্ত্বই ঘুরে ফিরে আসছে। বিরাটের খুব কাছের বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডি'ভিলিয়ার্স কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার বাবা হতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু হঠাৎই ডি'ভিলিয়ার্সের উল্টো সুর। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ভয়ঙ্কর ভুল তথ্য দিয়েছেন। ডি'ভিলিয়ার্সের মন্তব্যে বিরাটকে নিয়ে ধোঁয়াশা আরও বাড়ল।

এবিডির নতুন দাবি, ''পরিবার সবসময় সবার আগে। এটা আমি আগেও বলেছি। একইসঙ্গে আমি কিছু ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। এটা করে ভয়ঙ্কর ভুল করেছি। যা মোটেও সত্যি নয়। বিরাটের পরিবারের ভাল হোক। কেউ জানে না কী হচ্ছে। আমি শুধু ওদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। যে কারণেই বিরাট বিশ্রাম নিক, আশা করি ও আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরবে।'' কয়েকদিন আগেই ইউটিউব ভিডিওতে ডি'ভিলিয়ার্স বলেছিলেন, ''আমি বিরাটের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই জানতে পারি, অনুষ্কা দ্বিতীয়বার মা হচ্ছে। তাই এই সময় ওর পাশে থাকা বিরাটের কর্তব্য। সবাই সেটাই করে। বিরাটও করছে।''

প্রথম অস্ট্রেলীয়, সামনে বিরাট ও টেলর

শততম ম্যাচেও ওয়ার্নার-রাজ

হোবার্টে হাফ সেঞ্চুরির পর ওয়ার্নার। শুক্রবার।

হোবার্ট, ৯ ফেব্রুয়ারি : টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে সদ্য অবসর নিয়েছেন। কিন্তু ডেভিড ওয়ার্নার খবরের মধ্যেই রয়েছেন। শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ১১ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ওয়ার্নার এই ম্যাচে শুধু ৭০ রান করেননি, টি-২০ ক্রিকেটে শততম ম্যাচও খেলে ফেললেন। এতে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে প্রথম অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার হিসাবে ১০০ ম্যাচ খেলা হয়ে গেল বাঁ হাতি ওপেনারের। অন্য ক্রিকেটারদের মধ্যে এই কৃতিত্ব শুধু বিরাট কোহলি ও রস টেলরের।

অ্যারন ফিঞ্চ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের পর তৃতীয় অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার হিসাবে ওয়ার্নার ১০০ টি-২০ ম্যাচ খেললেন। মিচেল মার্শের করোনা হওয়ায় এদিন টস করতে নেমেছিলেন ওয়ার্নার। তবে মার্শ অবশ্য ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। প্রথমে ব্যাট করে ওয়ার্নারের বড় রানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে তুলেছিল ২১৩ রান। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ওপেনারের দাপটে ভাল শুরু করেও হেরে যায় ১১ রানে।

রভমান পাওয়েল টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাট করতে দেওয়ার পর দুই ওপেনার ওয়ার্নার ও জস ইঙ্গলিশ মিলে ৮ ওভারে তুলে ফেলেন ৯৩ রান। এরপর টিম ডেভিড ও ম্যাথু হেড মিলে দলের রানকে বাড়িয়ে নিয়ে যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার জনসন চার্লস ৪২ রান করে আউট হয়েছেন। ব্র্যান্ডন কিং করেছেন ৫২ রান। কিন্তু এরপর দ্রুত তিনটি উইকেট চলে যাওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। অধিনায়ক পাওয়েল অবশ্য ১৪ বলে ৩৩ রান করেছেন। কিন্তু লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা তিন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয় সুনিশ্চিত করেন।

বিয়েটাই কাল হল, দুই জাদেজায় ঠোকাঠুকি

বরোদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাইশ গজে ব্যাটে-বলে বিস্ফোরণ ঘটান ভারতীয় অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, কে জানত! জাদেজা এবং তাঁর স্ত্রী রিভাবা-র বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই অভিযোগ এনেছেন বাবা অনিরুদ্ধ সিং জাদেজা। তাঁর অভিযোগ, পুত্রবধূর জন্যই সংসারে ভাঙন ধরেছে। ছেলের সঙ্গে এখন যোগাযোগ নেই। পাল্টা জবাবে জাদেজার দাবি, তাঁর বাবার অভিযোগ অর্থহীন এবং অসত্য।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাদেজার বাবাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ''আমার সঙ্গে রবি এবং ওর স্ত্রী রিভাবার কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ওদের ডাকি না,

ওরাও আমাদের ডাকে না। ওদের বিয়ের দু'-তিনমাস পর থেকেই সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছিল। রবি জামনগরেই থাকে। ও নিজের একটা বাংলো বানিয়েছে এবং সেখানেই আলাদা থাকে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতেও যাই না। জানি না, আমার ছেলের উপর কী জাদু করেছে ওর স্ত্রী। ও আমার ছেলে, এটাই এখন আমাকে কষ্ট দেয়। যদি রিভাবার সঙ্গে ওর বিয়ে না দিতাম তাহলে ভাল হত। আবার মনে হয়, যদি ওকে ক্রিকেটার না বানাতাম তাহলে ভাল হত। হয়তো এদিনটা দেখতে হত না।'' বাবার অভিযোগ উড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জাদেজা লিখেছেন, ''সাক্ষাৎকারে যা বলা হয়েছে তা অর্থহীন এবং অসত্য। যেখানে এক পক্ষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমি পুরোটাই অস্বীকার করছি। আমার স্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আমারও অনেক কিছু বলার আছে, যা প্রকাশ্যে না আনলেই ভাল হয়।''

পূজারার সেঞ্চুরি

জয়পুর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ তিন টেস্টের দল এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগে রঞ্জিতে ফের সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে খানিকটা নির্বাচকদের চাপে রাখার চেষ্টায় সফল হলেন চেতেশ্বর পূজারা। রাজস্থানের বিরুদ্ধে সওয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে চার নম্বরে নেমে ১১০ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছেন সৌরাষ্ট্রের তারকা ব্যাটার। ম্যাচের প্রথম দিন পূজারার সেঞ্চুরিতে ভর করে সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে ২৪২ রান করেছে। এদিন মুম্বইয়ের হয়ে সেঞ্চুরি করে দুরন্ত কামব্যাক করেছেন পৃথ্বী শ। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ১৫৯ রানের ইনিংস খেলেন পৃথ্বী। সেঞ্চুরির ধারা বজায় রেখেছেন কর্নাটকের দেবদত্ত পাড়িক্কল। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ১৫১ রানে অপরাজিত তিনি।

শামির আক্ষেপ

নয়াদিল্লি : মেয়ে আইরার জন্য বুক কাঁপে মহম্মদ শামির। হাসিন জাহানের সঙ্গে ভারতের তারকা পেসারের বিবাহবিচ্ছেদের মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। তাঁদের সামনে রয়েছে এক দেওয়াল। যা শামিকে তাঁর মেয়ে আইরার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এক সর্বভারতীয় চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শামি জানিয়েছেন, তিনি কতটা মিস করেন মেয়েকে। তাঁর আক্ষেপ, ''আমি মাঝেমধ্যে আইরার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই। যখন ওর (হাসিন) ইচ্ছা হয়, তখন ও আমাকে মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। আইরার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। আমি ওর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করি। আমার আর ওর মায়ের মধ্যে যা হয়েছে তার প্রভাব যেন ওর উপর না পড়ে।''

ফিঞ্চের প্রস্তাব

মেলবোর্ন : ভারতের মাটিতে গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ঘিরে বেশ উৎসাহ, উন্মাদনা ছিল। বেশিরভাগ ম্যাচেই গ্যালারি ভর্তি ছিল। তবু অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ মনে করেন, সময়ের দাবি মেনে ওয়ান ডে ফরম্যাট হওয়া উচিত ৪০ ওভারের। এতে দর্শকদের মধ্যে ওয়ান ডে ঘিরে আগ্রহ ফিরে আসবে। ফিঞ্চের বক্তব্য, ''৪০ ওভারের ওয়ান ডে আয়োজন করা উচিত। ইংল্যান্ডে প্রো-ফর্টি টুর্নামেন্ট বেশ সফল। সেটা মাথায় রেখে এবার আইসিসি-র ভাবনাচিন্তা করা উচিত। ৫০ ওভারের খেলা মাঝেমধ্যে খুব মন্থর হয়ে যায়। এতে দর্শকরাও আগের মতো আকর্ষণ অনুভব করছেন না। টি-২০ ও টি-১০ ফরম্যাটের মধ্যে ওডিআই-কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং গ্যালারি ভরাতে হলে বিশেষ উদ্যোগ নিতেই হবে।''

মহাসরস্বতী

তিনি আরোগ্যদাত্রী। সকল জ্ঞানের অধিকারী। সর্ব আত্মার সার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শক্তি তিনি। অষ্টশক্তির আধার। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ দলনী। কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও বা অষ্টভুজা। নানারূপে, নানা নাম, বিচিত্রলীলায় তিনি সরস্বতী। সামনেই বসন্তপঞ্চমী, বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠবে সবাই। কে তিনি? কীই-বা তাঁর পরিচয়? সরস্বতীর জন্মকথা লিখলেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

সরস এবং বতী এই দুই সংস্কৃত শব্দ নিয়ে সরস্বতী নামটির উৎপত্তি। সরস শব্দের একটি অর্থ জল আর অন্য অর্থ হল বাক্য আর বতী শব্দের অর্থ যিনি অধিষ্ঠাত্রী। তাই একদিকে সরস্বতী নামের অর্থ জলবতী বা নদী। অন্যদিকে যিনি বাক্যের অধিকারিণী, বাগদেবী। আবার অন্য একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'সর' শব্দের অর্থ 'সার' বা 'নির্যাস' এবং 'স্ব' শব্দের অর্থ 'আত্ম'। সেই অনুযায়ী সরস্বতী নামের অর্থ হল— যিনি আত্মার সার উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন তিনিই সরস্বতী।

হিন্দুরা তাঁর পুজো করেন বসন্ত পঞ্চমীতে বা মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। আবার মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে জৈন ধর্মাবলম্বীরাও সরস্বতী পুজো করেন। বৌদ্ধ ধর্মেও সরস্বতী পুজোর প্রচলন রয়েছে। আসলে কে এই দেবী সরস্বতী? কীই-বা তাঁর পরিচয়?

ঋগ্বেদের সরস্বতীকে প্রবহমান জলের আরোগ্যদাত্রী ও পাবনী শক্তির দেবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে সকল জ্ঞানের অধিকারী।

দেবী পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা হলেন স্বয়ম্ভূত। যার কোনও পিতা ও মাতা নেই। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই আশ্চর্য জন্মের পর ব্রহ্মা একদা ধ্যানে বসলেন এবং তাঁর সব ভাল গুণগুলোকে একত্র করতে শুরু করলেন। এরপরেই সেই গুণগুলো একত্রিত হয়ে ধীরে ধীরে এক নারীর আকার নিতে শুরু করে। তারপরেই ব্রহ্মার মুখগহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। কথিত আছে, প্রথমে ব্রহ্মার একটিই মুখ ছিল। অত্যন্ত সুন্দর সেই দেবীকে দর্শন করার জন্যই ব্রহ্মার আরও চারটি মুখের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেও নিজের সৃষ্টি নিয়ে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই দেবী সরস্বতীর সৃষ্টি করেছিলেন কারণ এই বিশ্বকে কীভাবে আরও সুন্দর করে তোলা যায় সেই পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন।

যদিও দেবী সরস্বতীর স্বরূপ নিয়ে বেশ মতদ্বৈধ রয়েছে। পুরাণের বেশ কিছু জায়গায় বিষ্ণুকে দেবী সরস্বতীর স্বামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কিছু জায়গায় ব্রহ্মাকে সরস্বতীর স্বামী হিসেবে বলা হয়েছে।

কোথাও আবার সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। আবার কথিত রয়েছে, ব্রহ্মা নাকি সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই বিবাহ করেছিলেন।

স্কন্দ পুরাণে সরস্বতীকে শিবের কন্যা বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাঙালিরাও কিন্তু সরস্বতীকে শিবের কন্যা হিসেবেই পুজো করেন।

পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী একবার কোনও একটি অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা উপস্থিত কিন্তু দেবী সরস্বতী সময়মতো এসে উপস্থিত হতে পারলেন না। সেই কারণে ব্রহ্মা গায়ত্রী নামে নিজের আরও এক স্ত্রীর সৃষ্টি করেন। সেই কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে ত্রিমূর্তির অন্যতম হলেও মর্ত্যলোকে ব্রহ্মার পুজো করা হবে না। সেই কারণে শিব ও বিষ্ণু পূজিত হলেও ব্রহ্মার মন্দির সেভাবে কোথাও দেখা যায় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর উত্তরলীলায় শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করার সময় দেবীর যে মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল তিনিই হলেন মহাসরস্বতী। এই সরস্বতী মূর্তি অষ্টভুজা— বাণ, কর্মুক, শঙ্খ, চক্র, হল, মুষল, শূল ও ঘণ্টা হল তাঁর অস্ত্র। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে অবতরণের কাহিনিও বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী— লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। তাঁদের মধ্যে একবার তীব্র বিবাদ বাধে। ওই সময় গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতীর নদীরূপ ধারণ। এখানে থেকেই আমরা পৃথিবীতে সরস্বতীর নদী এবং দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তত্ত্বটি পাই।

বায়ু পুরাণ অনুযায়ী প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ অন্তর থেকেই দেবী সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সরস্বতীকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি সূচনা। গরুড় পুরাণে সরস্বতী শক্তি অষ্টবিধা। শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও স্মৃতি। তন্ত্রে এই অষ্টশক্তি হল যথাক্রমে যোগ, সত্য, বিমল, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। তন্ত্রশাস্ত্রমতে সরস্বতী বাগীশ্বরী— অং থেকে ক্ষং পঞ্চাশটি বর্ণে তাঁর দেহ। আবার পদ্মপুরাণ-এ উল্লিখিত সরস্বতীস্তোত্রম্-এ বর্ণিত হয়েছে— শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পশোভিতা, শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা, শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ইত্যাদি। এর অর্থ দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্তা। তাঁর হাতে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিতা।

দেবী সরস্বতীকে বাঙালিরা যে রূপেই পুজো করুন না কেন ক্ষেত্রভেদে তাঁর অনেক রূপ। তিনি দ্বিভুজা অথবা চতুর্ভুজা এবং মরালবাহনা বা ময়ূরবাহনা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভূজা সরস্বতী পূজিত হন। ইনি অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তকধারিণী। বেদ যেহেতু চারটি— ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব, তাই সরস্বতীর চারটি হাতকে চার বেদের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে শাস্ত্রমতে চতুর্ভুজের অন্য অর্থ আছে। নানা মুনির নানা মত। একটি মতে, বই হল গদ্যের প্রতীক, মালা কবিতার, বীণা সঙ্গীতের, আর জলপাত্র পবিত্র চিন্তার। বাংলা তথা পূর্ব ভারতে সরস্বতী দ্বিভুজা ও রাজহংসের পিঠে আসীনা।

রাজহংস কেন সরস্বতীর বাহন? কেননা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই হাঁসের সমান গতি, যেমন জ্ঞানময় পরমাত্মা সর্বব্যাপী— স্থলে, অনলে, অনিলে সর্বত্র তাঁর সমান বিচরণ। জল ও দুধ মেশানো থাকলেও হাঁস শুধু সারবস্তু দুধটুকুই টেনে নেয়, জলটা পড়ে থাকে। মনুষ্য জাতির জ্ঞানসাধনার পথটাও এমনই। সংসারে নিত্য ও অনিত্য দুই বস্তুই রয়েছে। বিবেক দিয়ে বিচার করে নিত্য বস্তু গ্রহণ এবং অসার বা অনিত্য বস্তু ত্যাগ করাই শ্রেয়। হাঁস জলে বিচরণ করে কিন্তু তার দেহে জল লাগে না। তেমনই তিনি মহাবিদ্যা প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছেন তবু জীবদেহের কোনও কিছুতে তাঁর আসক্তি নেই, তিনি নির্লিপ্তা।

আবার ময়ূর হল অহঙ্কারের প্রতীক। তাই ময়ূরাসীনা হয়ে দেবী জগৎকে বোঝান 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে। যে প্রকৃত জ্ঞানী তিনি বিনয়ী হন।

সরস্বতীদেবী জ্ঞানদায়িনী, বাগদেবী, বীণাপাণি, নিত্যশুদ্ধা, প্রজ্ঞা। তিনি প্রশস্ত বুদ্ধিদায়িনী ও মোক্ষদাত্রী। যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জ্ঞান, বিদ্যা ও ললিতকলার দেবী হিসেবে তাঁকে পুজো করে আসছেন। সরস্বতী পুজো কবে থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমাজে প্রচলিত, তার সঠিক কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিন্দুদের দেবী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছেও পুজো পেয়েছেন সরস্বতী। গান্ধারে পাওয়া বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি থেকে বা সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তিতে এর প্রমাণ মেলে। অনেক বৌদ্ধ উপাসনালয়ে পাথরের মূর্তির সঙ্গে দেবী সরস্বতীর মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন কীর্তির আবিষ্কৃত নিদর্শনে সরস্বতীর যে মূর্তি পাওয়া গেছে সেখানে দেবী জানু উঁচু করে একটি চৌকো পীঠের উপর বসে আছেন, এক হাতে বই। শ্বেতাম্বরদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর অনুমোদন ছিল। জৈনদের চব্বিশজন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলোজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অন্যতমা হলেন সরস্বতী। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায়েই সরস্বতীর স্থান প্রধান দেবীরূপে। যাই হোক প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁকে প্রথম পুজো করলেও মাঘ মাসে দেবীর পুজো করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সরস্বতী পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। দেবীর নানান নাম এবং পরিচিতি। সব রূপেই তিনি ললিত মুদ্রাসনে আসীন। তার রূপগুলি বড়ই বৈচিত্রময়।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 February, 2024 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

জয় জয় দেবী

আসছে বসন্ত পঞ্চমী। সরস্বতী পুজো। ছোট থেকে বড়, সকলেই দেবীর আরাধনায় ব্রতী হবেন। এই পুজো পেরিয়ে গেছে ধর্মীয় সীমারেখা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সানন্দে শামিল হন। দেবী সরস্বতীর আরাধনা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। তাঁরা কীভাবে কাটান দিনটি? কীভাবে সাজান উপাচার? জেনে নিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বিদ্যা ও শিল্পকলার দেবী সরস্বতী। সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের সাধক মাত্রই চন্দ্রবদনীর ভক্ত। স্কুল জীবনে প্রায় প্রত্যেকেই এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন। বড় হওয়ার পরেও অনেকেই বাগদেবীর বন্দনা করেন। বাড়িতে অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানে। দেবীর কাছে রাখেন জ্ঞানের প্রার্থনা। ভক্তিভরে চেয়ে নেন আশীর্বাদ। সরস্বতী হিন্দু ধর্মের দেবী। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এই দেবীর পুজোয় শামিল হন। কেউ কেউ পুজোর আয়োজন পর্যন্ত করেন। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন উস্তাদ রাশিদ খান। তিনি প্রতিবছর বাড়িতে সরস্বতীর আরাধনা করতেন। রাখতেন সংগীতের উপাচার। উদাহরণ দেওয়া যায় আরও। আসলে সরস্বতীবন্দনা পেরিয়ে গেছে ধর্মীয় সীমারেখা। হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। বীণাপাণির আরাধনা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। কীভাবে আরাধনা করেন তাঁরা, জেনে নেওয়া যাক।

গান হল সরস্বতীর আশীর্বাদ

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী

■ সরস্বতী বিদ্যার দেবী। সঙ্গীতের দেবী। আমি গত ২৬ বছর ধরে আমার সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান শ্রুতিনন্দনে তাঁর আরাধনা করছি। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। আমার সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রী আছেন। তাঁরা সবাই সরস্বতীর আরাধনা করেন। ধর্মীয়ভাবে পুজো হয়। কখনও আমি পৌরোহিত্য করি, কখনও ছাত্ররা। সবাই মিলে অঞ্জলি দিই। যা যা করার সবই করি। সেই সঙ্গে পুজোর সময় আমরা পরিবেশন করি গান। অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীরাও মন্ত্রপাঠ করেন, গান করেন। সমবেতভাবে দেওয়া হয় সুরের অঞ্জলি। সরস্বতীর আটটি গান আছে। মূলত সেইগুলোই গীত হয়। কিছু নিমন্ত্রণ আসে। তবে পুজোর দিন সচরাচর বাইরে কোথাও যাই না। ছাত্র-ছাত্রী, পরিবার-পরিজনদের সঙ্গেই সময় কাটাই। আমি মনে করি, গান হল সরস্বতীর আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ দেবীর কাছে প্রার্থনা করি।

প্রতিদিনই আমার সরস্বতী আরাধনা

আবুল বাশার

■ আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে। যে স্কুলে পড়তাম, সেটা মুসলিম প্রধান। তবে হিন্দু-মুসলমান সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করত। সব থেকে বড় কথা, সেই স্কুলে সরস্বতী পুজো হত। এখন যেভাবে অনেক জায়গায় দুর্গাপুজোয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা অংশগ্রহণ করে, ঠিক সেইভাবেই আমাদের স্কুলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা সরস্বতী পুজোয় অংশ নিত। আমিও অংশ নিতাম। অঞ্জলি দিতাম, প্রসাদ খেতাম। আসলে মুর্শিদাবাদ নবাবদের জায়গা। সমন্বয়ের জায়গা। তাই হিন্দু-মুসলমান কোনও পার্থক্য দেখতে পেতাম না। হিন্দুদের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও মনে করতেন বিদ্যা অর্জন করতে হলে, গান গাইতে হলে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে হবে। পুজোর অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা। তাই আমরা বিদ্যাদেবীকে স্মরণ করি। স্মরণ না করলে দেবী সন্তুষ্ট হবেন কি? হবেন না। এখনও বহু মুসলমান সরস্বতী পুজোর অংশ নেন। এটায় বাধা না দিলে একটা সময় হিন্দু-মুসলমান মিশে যাবে। তবে এটাও ঠিক, বাধা দেওয়া হচ্ছে। বাধা দিচ্ছে রাষ্ট্র। না হলে আমরা কবেই মিলিত হয়ে যেতাম। আজও আমি ইসলামকে মেনেই সূর্যপ্রণাম করি, দেবী সরস্বতীর আরাধনা করি। তবে মূর্তিপুজো করি না। যদিও বাড়িতে রেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। উপনিষদ অন্নকে ঈশ্বর বলেছে। সেই অন্ন আমি অক্ষর থেকে পাই। অক্ষর লিখে পাই। অক্ষর মানে সরস্বতী। বলা যায়, প্রতিদিনই আমার সরস্বতী আরাধনা। খুব কম বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা করছি। মৈত্রেয়ী দেবীর 'নবজাতক' পত্রিকায় লিখেছি ছাত্রজীবনে। তার জন্য পেয়েছি শিক্ষকমশাইদের প্রশ্রয়, স্নেহ। সেইসময় এক বান্ধবী আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি সরস্বতীর বরপুত্র।' কথাটা আমি ভুলতে পারিনি। আমি আজও নিজেকে দেবী সরস্বতীর সন্তান মনে করি।

সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতাম না

ইন্দ্রাণী হালদার

■ আমার কাছে সরস্বতী পুজো মানে প্রথম শাড়ি পরার দিন। ছোটবেলায় লাল রঙের একটা ব্লাউজ ছিল। তার সঙ্গে পরতাম মায়ের হলুদ রঙের শাড়ি। স্কুলে যেতাম। আনন্দ করতাম সারা দিন। বাড়িতেও পুজো হত। পুজোর সময় কুলের থালার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম, অঞ্জলি দেওয়া শেষ হলেই কুল খাব! কারণ সরস্বতী পুজোর আগে আমরা কেউ কুল খেতাম না। অঙ্কে যদি গোল্লা পাই! একটু বড় হওয়ার পর সরস্বতী পুজোর দিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরতাম। বাড়ি থেকে এই ছাড়টুকু পাওয়া যেত। বিকেলের দিকে এদিক-ওদিক ঘুরতাম। ঠাকুর দেখতাম। আনন্দ করতাম। ছোট থেকেই জেনেছিলাম, এই দেবীকে তুষ্ট রাখতে পারলে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা যাবে। তাই সরস্বতীকে ভক্তি করতাম খুব। আজও করি। আমাদের ছোটবেলায় সরস্বতী পুজো অন্যরকম ছিল। বাড়িতে বাড়িতে পুজো হত। এখন তো সব বাড়িতে পুজোই হয় না। তবে আমাদের বাড়িতে নিষ্ঠার সঙ্গে সরস্বতী পুজো হয়। আমার মা পুজোর আয়োজন করেন। আমরা সঙ্গে থাকি। ঠাকুর সাজাই। আলপনা দিই। পুজোর সময় অঞ্জলি দিই। আমাদের পাড়ার ক্লাবেও সরস্বতী পুজো হয়। বাড়ি এবং পাড়া নিয়ে পুজোর দিনটা হইহই করে কেটে যায়। ক্লাবের পুজোয় হয় খাওয়াদাওয়া। আয়োজিত হয় নাচ-গানের অনুষ্ঠান। এই দিন ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করি। তবে মেগা সিরিয়ালের চাপ থাকলে পুজো সেরে দুপুরের দিকে শুটিংয়ে যাই। দিন বদলেছে। তবে সরস্বতী পুজোর আবেগ, আনন্দ আমার কাছে একই রকমের থেকে গেছে।

সরস্বতীকে নিয়ে আমি গান বেঁধেছি

নাজমুল হক

■ সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাঁর আরাধনা শিক্ষা জগতে হয়, শিল্প জগতে হয়। যে কোনও শিক্ষিত সৃষ্টিশীল মানুষ, সুরের জগতের মানুষই সরস্বতী পুজো করেন। আমরা যাঁরা সঙ্গীত চর্চা করি, প্রায় প্রত্যেকেই সরস্বতীর আরাধনা করি। এই পুজোর সঙ্গে প্রত্যেকের শৈশব এবং কৈশোর জড়িয়ে থাকে। আমি যে স্কুলে পড়তাম, সেই স্কুলের সরস্বতী পুজো হত। এখনও হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মেতে উঠতাম। স্কুলে অঞ্জলি দিয়েছি। প্রসাদ খেয়েছি। সরস্বতী পুজোর সময় দু-দিন পড়ার ছুটি পেতাম। কারণ বইপত্র থাকত ঠাকুরের কাছে। কী যে আনন্দ হত, বলে বোঝাতে পারব না। তখন এত হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না। আমার বেশিরভাগ বন্ধুই হিন্দু। সরস্বতী পুজোর কিছু দিন আগে থেকেই চলত প্রস্তুতি। এটা যে অন্য ধর্মের পুজো, কখনও মনে হত না। ধর্মের বিভাজনটা এখন বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। সরস্বতীকে নিয়ে গানও বেঁধেছি। পুজোর দিন যখন যেখানে শো থাকে আমি গাই। গানটা হল 'মা তুই কবে আসবি বল/ আমার মন বড় চঞ্চল।' আমার গানের দল উজানিয়া এবং পরিবার নিয়ে আমি ২৪ বছর ধরে বাড়িতে সরস্বতী পুজো করছি। এবারও হবে। আগে থাকতাম বাঘাযতীনে। সেখানে হত। কিছুদিন আগে চলে এসেছি বরানগরে। এবার থেকে হবে এখানে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে স্থানীয় চার-পাঁচটি পরিবার। জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। আজও পুজোর দিন উপোস থাকি। অঞ্জলি দেওয়ার পরে প্রসাদ খাই। ছোটবেলা থেকে এইভাবেই আমি অভ্যস্ত।

প্রাচীন ঋষিরা সরস্বতীর জলে স্নান সেরে বসতেন ধ্যানে। তাঁদের ধ্যানে এসেছিল মন্ত্র, তৈরি হয়েছিল বেদ, উপনিষদের জ্ঞান। তাই সরস্বতী হলেন বেদমাতা। নদী থেকে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে দেবীতে। তবে দূষণের হাত থেকে রেহাই মেলেনি তাঁর। কারণ বৈদিক যুগ থেকেই সমাজে পুরুষ আধিপত্য। ফলে বারবার ঘটেছে মাতৃকা দূষণের ঘটনা। আজও ঘটছে। লিখলেন **চৈতালী সিনহা**

সরস্বতী দূষণ

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিম কুরু'

এই মন্ত্র দিয়ে হয় পুজোর শুরু। নদীকে যখন ডাকা হয় তাঁরা চাইলে কোশাকুশির জলে আসতেই পারেন কিন্তু সরস্বতী কী করেন; তাঁকে তো কেউ দেখেনইনি।

স-রস-বতী থেকে সরস্বতী। নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষে কৃষি জমিকে সরস করে জলপ্রবাহ বা জলধারা এককথায় নদী। তাই সব নদীই তার নিজ ভূমে পবিত্রতোয়া। গাং থেকে গঙ্গা, তাই তো অনেক নদীই উৎসে গঙ্গা— যেমন পিন্ডারি গঙ্গা, মধু গঙ্গা। কয়েক হাজার বছর আগে একসময় একটি উচ্ছ্বল জলের স্রোত সাদা বরফের ধারায় হিমালয় থেকে নেমে এসেছিল, গলতে গলতে বয়ে চলেছিল পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ দিয়ে— করে তুলেছিল মাটিকে উর্বর-রসবতী। তাই তিনি ছিলেন সরস্বতী। বেদের যুগে গঙ্গার চেয়েও মহিমাময় ছিলেন সরস্বতী কারণ তার পর তো চৌখাম্বার থেকে নেমে আসা একটা হিমবাহকে পূর্বপুরুষ উদ্ধারের এবং উত্তরপুরুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে পূর্ব দিকে বইয়ে এনেছিলেন ভগীরথ সাগর ছোঁয়াতে। সময়ের সঙ্গে টেকটনিক চলনে ভূমিরূপ গেছে পরিবর্তিত হয়ে। নদী গেছে হারিয়ে। তবু আজও নানা স্থানে সরস্বতীর অস্তিত্ব জানান দেয় তিনি অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী। ঋগ্বেদ বলছে, জলের মধ্যে, নদীর মধ্যে, দেবীর মধ্যে সরস্বতী শ্রেষ্ঠ।

এবার সরস্বতীর ভূমিকা পরিবর্তন হচ্ছে। নদী থেকে সম্পূর্ণ দেবীতে রূপান্তর তাঁর। দেবতা হয়েও রেহাই নেই দূষণের হাত থেকে। আসলে দেবতা হোক বা মানব, জাতে যখন মেয়ে তাই দূষিত তাকে হতেই হবে। একবার প্রকৃতির নড়াচড়ায় সে চলে গেছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, অন্তঃসলিলা প্রবাহে। কখনও ব্রহ্মার আদেশে অভ্যন্তর থেকে উঠে এসেছে কিন্তু লোকসমক্ষে থাকার অনীহা দেখে ব্রহ্মা তাঁকে যজ্ঞের কুণ্ডের জলে অধিষ্ঠান করতে বলেছেন।

পুরাণে কথিত হয়েছে, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন তখনই নিজের কাজের সুবিধার জন্য এক সুন্দরী নারীকে তৈরি করেন তিনি। শতরূপা, গায়ত্রী, সরস্বতী, সাবিত্রী বা ব্রহ্মাণী নামে পরিচিতা সেই নারীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েন ব্রহ্মা। শতরূপা ব্রহ্মার চোখের আড়াল হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর উপর নজর রাখতে নিজের ঘাড়ের উপর চারদিকে চারটি এবং উপরে একটি মোট পাঁচটি মাথা তৈরি হয়ে যায় ব্রহ্মার। শতরূপা তখন ব্রহ্মার কামাবেগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে নানা পশুর ছদ্মবেশ ধরে পালাতে থাকেন। ব্রহ্মাও একে একে সেইসব পশুর পুরুষ রূপ ধারণ করে শতরূপার পিছু নেন। বলা হয়, এইভাবেই তৈরি হয়

জীবকুল। শতরূপা বাঁচতে একটি গুহার ভিতর আশ্রয় নেন। ব্রহ্মা সেই গুহাতেই মিলিত হন শতরূপার সঙ্গে। শতরূপা ছিলেন ব্রহ্মার সৃষ্ট তাই তিনি ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই মিলিত হন ব্রহ্মা। এই অবৈধ যৌনাচারের অপরাধে শিব ব্রহ্মার পঞ্চম মাথাটি কেটে দেন, সাথে অভিশাপ দেন যে, ধরাধামে কেউ ব্রহ্মার পুজো করবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যুগে যুগে এই মাতৃকা-দূষণ কেন? আর্য আক্রমণের সময় থেকে অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই সমাজে পুরুষ-আধিপত্য। এমত অবস্থায় বারবার মাতৃকা দূষণের ঘটনা ঘটছে। ইন্দ্র দ্বারা উষা ধর্ষণ। পিতা ব্রহ্মার দ্বারা সরস্বতী ধর্ষণ। লক্ষ্মীকে দিয়ে বিষ্ণুর পা টেপানো। বিষ্ণু দ্বারা তুলসীর সতীত্ব নষ্ট। মাতা অহল্যাকে ইন্দ্রের ভোগ্য করে তোলা। উদাহরণ এক নয় অগণ্য এবং জঘন্য। প্রাচীন ভারতের নগর সভ্যতা ছিল মাতৃধর্মে দীক্ষিত। আর্য আগ্রাসনের পর প্রধান হল পুরুষ দেবতা। এখন যে পুরুষ তার গায়ের জোরে নারীকে গৃহবন্দি করেছে, নারীকে দমাতে শারীরিক পীড়ন করেছে বা করে চলেছে প্রতিনিয়ত তার কাহিনিতে পুরুষ-দেবতা নারী-দেবতাকে পরাস্ত করার একটাই রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন— সিম্পল অ্যান্ড চিরন্তন— ধর্ষণ অথবা নিতান্তই অপারগ হলে ভয়ঙ্কর বা রাক্ষসীর ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া। মা কালীকে হারাতে পারেনি তাই তিনি ভীষণদর্শনা। হিড়িম্বাকে রাক্ষসী বানিয়েছে আর্য পুত্রেরা! মাতৃকা-দূষণ চলমান ক্ষমতায়নের ইতিহাসের একটি ঘৃণ্য পদক্ষেপ। মাতৃকা-দূষণের অন্যতম বিরক্তিকর জায়গা, আদ্যাশক্তি মহামায়াকে বিবাহিত ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া। দেবতার মানবায়ন না করলে মানুষ ভক্তির গদগদ ভাব হারিয়ে ফেলে যে!

প্রাচীন ঋষিরা সরস্বতীর জলে অবগাহন করে শুরু করতেন ধ্যান। তাঁদের ধ্যানে এসেছিল মন্ত্র, তৈরি হয়েছিল বেদ, উপনিষদের জ্ঞান। তাই সরস্বতী হলেন বেদমাতা। তিনি আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা, ধীশ্বরী। জ্ঞানের প্রথম আলোককনার উৎস সরস্বতী। তাই তিনি জ্ঞানের দেবী। প্রজ্ঞার তৃতীয় নয়ন খুলে ওঙ্কার-এর অনুররণ প্রাণের সাথে একাত্ম করতে করতে অনুভব করেছেন তাঁরা দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ। শুচিশুভ্র বসন শুক্লা সরস্বতীর। সাদা যে পবিত্র, জ্ঞান মনকে কালো থেকে সাদায় উত্তরণ ঘটায়। সরস্বতী সত্ত্বগুণের আধার। সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস সাদা। হাঁস আবার অবস্তু থেকে সার বস্তু বেছে নিতে পারে। তাই জ্ঞানদেবীর যোগ্য বাহক।

বেদে সরস্বতী নদীকে জ্যোতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সরস্বতী নদীর তীরে বসে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হত— সেটা লেখা আছে। বেদের সরস্বতীর ত্রয়ী মূর্তি। ভূঃ বা ভূলোকে ইলা, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষে লোক সরস্বতী, এবং স্ব বা স্বর্গলোকে ভারতী। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ— এই তিনে মিলে সামগ্রিক জগৎ। ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকে হিরণ্যদ্যুতি ইন্দ্র এবং স্ব-লোকে সূর্য— এই তিনের যে জ্যোতিরাশি— তাহা সরস্বতীর জ্যোতি। জ্ঞানময়ী বা চিন্ময়ী রূপে তিনি সর্বত্র, সর্বব্যাপিনী। তাঁর জ্যোতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শুধু এই ত্রিলোক নয় ঊর্ধ্ব-সপ্তলোক নিম্ন-সপ্তলোক পর্যন্ত চতুর্দশ ভুবনে স্তরে স্তরে সেই জ্যোতি বিরাজিতা।

(এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

মহাসরস্বতী

(১৭ পাতার পর)

রোহিণী— দেবী এই রূপে চতুর্ভুজা, দেবীর বাহন জলচৌকি। দেবীর দুই হাতে রয়েছে চক্র। তাঁর অপর নাম অজিতবালা।

প্রজ্ঞপ্তী— এই দেবীর অন্য নামটি হল দুরিতারী। এই রূপে দেবী ষষ্ঠভুজা। তাঁর বাহন হংস। দেবীর হস্তে অসি, কুঠার, চন্দ্রহাস ও দর্পণ।

বজ্রশৃঙ্খলা— এই রূপে দেবী চতুর্ভুজা। দেবীর বাহন হংস। তাঁর দুই হাতে থাকে পারিখ এবং বৈষ্ণবাস্ত্র।

কুলিশাঙ্কুশা— দেবীর অন্য নাম মনোবেগা। এই দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর বাহন অশ্ব। দেবীর দুই হাতে থাকে অসি এবং ভূষণ্ডী।

চক্রেশ্বরী— এই রূপে দেবীর বাহন গরুড়। তিনি ষোড়শভুজা। দেবীর দুই হাতে শতঘ্নী। দুটি হাত বরদানের মুদ্রা, দুই হাত কোলে স্থিত এবং অপর দশটি হাত মুষ্টিবদ্ধ।

পুরুষদত্তা ভারতী— দেবী এখানে পুরুষাকৃতি। চতুর্ভুজা। তাঁর দেহ বলিষ্ঠ এবং সুদৃঢ়। দেবীর ডান হাতে চক্র এবং বাঁ হাতে শতঘ্নী। তাঁর বাহন হস্তী।

কালী— ইনি কিন্তু দশমহাবিদ্যার কালী নন। তিনি চতুর্ভুজা। তাঁর কোনও বাহন নেই। দেবীর হাতে থাকে ত্রিশূল এবং শতঘ্নী। এঁর অপর নাম শান্তা।

মহাকালী— ইনিও দশমহাবিদ্যার কালী নন। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর অন্য নাম হল অজিতা ও সূরতারকা। তাঁর ডান হাতে যষ্টি এবং বাম হাতে শতঘ্নী। দেবী বাহনহীন।

গৌরী— এই দেবীর অন্য নাম মানসী এবং অশোকা। দেবীর শিরে মুকুটে বা পাশে চন্দ্রের অবস্থান। তাঁর এক হাতে মঙ্গলঘট এবং অন্য হাতে যষ্টি। দেবী বৃষবাহনা।

গান্ধারী— দেবীর কোনও বাহন নেই। তাঁর ডান হাতে পরিখ অর্থাৎ মুদ্গর এবং বা হাতে সীর বা লাঙ্গলাস্ত্র। দেবীর অপর নাম চণ্ডা।

সর্বশাস্ত্রমহাজ্বালা— দেবী এই রূপে অষ্টভুজা। তাঁর ডান হাতে অসি, ত্রিশূল, ভল্ল, বৈষ্ণবাস্ত্র এবং বা হাতে ব্রহ্মশির অস্ত্র, তিরপাশ। দেবীর বাহন বৃষ। দেবীর অন্য নাম জ্বালামালিনী এবং ভৃকুট্টী।

মানবী— চতুর্ভুজা এই দেবীর দু'হাতে দর্পণ এবং একহাতে যষ্টি, অপরহাত বরমুদ্রায় স্থাপিত। দেবীর বাহন সর্প। দেবীর অন্য নাম হল অশোকা।

বৈরাট্য— দেবীর এই রূপ চতুর্ভুজা। তাঁর বাহন সর্প। দুই হাতে বৈষ্ণবাস্ত্র এবং ভল্ল। দেবীর অন্য নাম বৈরাটি।

অচ্ছুপ্তা— দেবীর এই রূপে চতুর্ভুজা। তাঁর বাহন হংস। দেবীর ডান হাতে ভল্ল এবং বাম হাতে বিজয়ধনু। দেবীর অপর নাম অনন্তবতী এবং অঙ্কশা।

মানসী— দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর ডানহাতে ভল্ল এবং কুঠার, বাম হাতে দর্পণ এবং বিজয়ধনু। দেবীর সিংহবাহনা। দেবীর অন্য নাম কন্দর্পা।

মহামানবী— এই রূপে দেবীর বাহন ময়ূর। তাঁর ডানহাতে ভল্ল এবং বাম হাতে চক্র। তাঁর অন্য নাম নিবাসী।

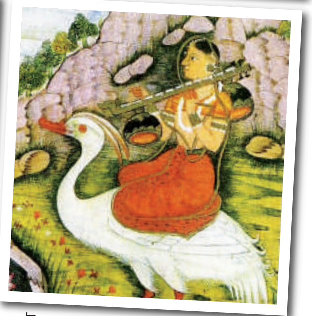

সরস্বতী দূষণ

(১৯ পাতার পর)

সেই জ্যোতি অজ্ঞানরূপী তমসাকে নিবারণ করে। যোগী হৃদয়ে যখন সেই আলো জ্বলে তখন সকল প্রকার অন্ধকার নাশ হয়। আদি পরাশক্তির সত্ত্বগুণময়ী দেবী সরস্বতী।

বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানের দেবী মঞ্জুশ্রী যেন হিন্দু সরস্বতী। এ ছাড়াও আছেন তন্ত্রের নীল সরস্বতী। কখনও কখনও নিজের স্বার্থে অন্যের মুখে ভুল কথা বলানোতে তিনি বাধ্য হয়ে দুষ্ট সরস্বতী। স্বার্থ একজনের লাভ অন্য জনের কিন্তু বদনাম হল সরস্বতীর। সরস্বতী আর দুর্গা, লক্ষ্মী, কালীর মধ্যে পার্থক্য কী? বাঙালি দুর্গামায়ের রূপে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই কন্যা আর কার্তিক-গণেশ দুই পুত্র নিয়ে যতই প্রতি বৎসর পুজো পান আসলে এটা নিতান্তই নিটোল পারিবারিক চিত্রের মধ্যে দেবত্ব কল্পনা। শক্তি এক ও অভিন্ন। শাক্ত মতবাদ এমন যে, কোনও দেবীর কোনও তফাত নেই, সবাই একই মহাদেবীর রূপ— একৈবাহম জগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন দেখা যায়, দুর্গা কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী মিলেমিশে একাকার। লক্ষ্মীর রূপের মধ্যে দুর্গা আর সরস্বতীকে দেখা যায়— বীর লক্ষ্মী মা দুর্গার রূপ আর বিদ্যা লক্ষ্মী দেবী সরস্বতীর। সরস্বতীর পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় ভদ্রকল্যৈ নমঃ নিত্যং যেমন কালীকে স্মরণ করায় তেমনি কালী বা দুর্গার দশ রূপের মধ্যে দেবী মাতঙ্গী সরস্বতীর রূপে বিরাজমান। সরস্বতীর মধ্যে লক্ষ্মী রয়েছেন শ্রী নামে, হাতে যবের শিস সেও তো খাদ্যশস্য অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই জায়গায়! সহজ কথায় এক একক উৎস থেকে জগৎ সৃষ্টি— সেটাকে শাক্ত বলে মা, বেদান্তিক বলে পরম ব্রহ্ম। বাস্তববাদী ভাবে অনন্ত শক্তির এক আধার। শক্তি নারী-পুরুষ কালো-ধলো কিছুই নয়,শুধু ধ্যানের সুবিধায় তাতে রূপ দেওয়া। তাই সে শক্তি একক, তাঁর কোনও স্বামী/স্ত্রী নেই। কারণ সবটাই তাঁর থেকে সৃষ্টি। দেবতাদের সঙ্গে মহাদেবীর বিবাহকল্পনা একপ্রকার মাতৃকা-দূষণের উদাহরণ। সকল সৃষ্টির উৎসকে যদি মাতৃকা ধরা হয়, তাহলে আদ্যশক্তি মহামায়ার সঙ্গে যার বিবাহ কল্পনা হচ্ছে তিনিও তো মাতৃকা হতেই উদ্ভূত। আবার অয়োদিপাস! বর্তমানে সরস্বতীর যে প্রচলিত রূপটি দীর্ঘ দিন ধরে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিজ্ঞানী সবার দ্বারা পূজিত তাতেও লেগেছে দূষণের থাবা। সরস্বতী কখনও শিল্পীর তুলিতে বিবস্ত্র, কখনও নাচের মুদ্রায়, কখনও বিচিত্র বস্ত্রে, বিবিধ বর্ণে বর্ণময়। পুজোর আগে সরস্বতী ঠাকুর কিনতে গিয়ে একবছর স্কুটারে বসা, মোবাইল হাতে সেলফি তোলার পোজে সরস্বতী প্রতিমা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেবী প্রতিমার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, বিচিত্র পোশাক বিচিত্র বর্ণ ভয়াবহ মাতৃকা-দূষণ। দূষণ সরস্বতীর মন্ত্রে— 'কুচযুগ শোভিত' কেন হঠাৎ বিশেষ অঙ্গের দিকে নজর? সেই ধ্যানমন্ত্র 'ঘণ্টা শূল হলানী শঙ্খ মুষলে...' এতে তো আছে মাতৃবন্দনা, মায়ের শরীরের মাপ সন্তানের কী প্রয়োজন? সরস্বতীর হাতের কচ্ছপী প্রায় হারিয়ে গেছে হাজার

মাতৃকা দূষণ

বাদ্যযন্ত্রের আড়ালে। হাতের বই, মুখবই-এর সাথে লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। শুধু সরস্বতী পুজোর জাঁকজমক বেড়ে চলেছে কারণ এটি বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে। প্রথম শাড়ির রাইকিশোরী আর সাইকেলে সদ্য গোঁফেশ্বর, আবহমান কাল ধরে বাঙালির চোখ দেখে অভ্যস্ত। সেই মিষ্টি স্যুররিয়াল ছবির ধারা আজ অতি আধুনিকতায় দূষিত। চকচকে স্ট্রেইট চুলে ছেঁড়া জিন্স আর ফিতে হাত অন্তর্ভেদী গেঞ্জি আরোহিণীর সাথে চাঁদিতে একমুঠো বস্তারঙা চুলের বাইক চালক, পকেটে তেষ্টা মেটাতে বিয়ার ক্যান— যতটাই উচ্চ আলোকিত জীবনযাত্রা হোক, এতে মনের ভিতর ডিজেই বাজবে, রিনরিনে মিঠে সুর কোনও ভাবেই নয়।

সরস্বতী বিদ্যার দেবী, সুরের দেবী, ললিত কলার দেবী। তাই বিদ্যায়তনে, কলা নিকেতনে তাঁর আবাহন। কিন্তু উপপত্নী কিংবা গণিকা ভবনে সরস্বতীর সমাদর কেন? সময়কে সামান্য রিওয়াইন্ড করলেই উত্তর সহজ হয়। রাজার বিশিষ্ট অতিথি এবং রাজপুরুষদের বিশেষ কূটনৈতিক আলোচনা, ব্যূহরচনা কিংবা বিনোদন স্থানে যে মহিলারা থাকতেন তাঁরা জ্ঞান ও কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁদের নেওয়া হত আলোচনাসভায়। সেই জ্ঞানী ও কলাবিদ মহিলারা কালক্রমে তাঁদের মেধা, মান ও মনন খুইয়ে শরীরসর্বস্ব গণিকায় রূপান্তরিত হয়েছেন কিন্তু বীণাপাণির আরাধনা রয়েই গেছে তাঁদের ঘরে। এই স্থানদূষণে সরস্বতীর করুণার কোনও হেরফের হয়নি নিশ্চয়ই।

কালীদাস বাগদেবীর বরে হয়েছিলেন মহাকবি, রত্নাকর দেবীর অনুগ্রহে বলে উঠলেন প্রাচীনতম কবিতা 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।' মার্কণ্ডেয় ঋষির সাধনায় কুরুক্ষেত্রে হল সরস্বতী প্রবাহ। সেই বাক্ দেবীর আরাধনা আমাদের তমগুণকে পরাস্ত করে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ জাগ্রত করবে, বিবেক নির্মল করবে তবেই হবে প্রকৃত সরস্বতী পুজো। এখনও বদ্রীনাথের কাছে মানা গ্রামে দেখি সরস্বতী নদী বিপুল বেগে, সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অলকানন্দার বুকে। ছোট প্রবাহপথ কিন্তু বড়ই দীপ্ত, বড়ই নিজস্ব। নিরালায় একা নিভৃতচারিণী। পাশের গুহায় সরস্বতী প্রতিমা অনাবিল, অপাপবিদ্ধা, শরতের ভোরের এক অঞ্জলি শিউলি ফুল যেন।

এসো দেবী, এসো গঙ্গা, এসো যমুনা, এসো সরস্বতী, এসো গোদাবরী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী সে-সপ্ত নদীমাতৃকা, এসো এই পুজোপাত্রের জলে সপ্তনদীর জল একত্র হোক, তবেই তো সেই জলে দেবতার হবে আবাহন। শ্বেতপদ্মে শ্বেতবস্ত্রে শ্বেতা যে দেবী শ্বেতহংসাসীনা তিনি জ্বালবেন জ্ঞানের জ্যোতি, অজ্ঞানের তিমিরবিদারী। তিনি কারও কন্যা বা বধূ নন, তিনি অনন্ত মাতৃশক্তির শুদ্ধসত্ত্ব রূপ, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী।